NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ নির্বাচন এলেই তৃণমূলের বিকাশ বসুর কথা মনে পড়ে: অর্জুন সিং

আবুদার আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের জায়গা ফাঁকা, দেওয়ালে ঘাসফুল ২

কলকাতা ২৫ মার্চ ২০২৬ ১০ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.03.2026, Vol.19, Issue No. 282, 8 Pages, Price 3.00

জ্বালানি সংকটে সাত গোষ্ঠী গঠন, আজ সর্বদলও

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে তালা পড়েছে হরমুজে। যার জেরে বিশ্বের বাকি দেশের পাশাপাশি জ্বালানি সংকটে ভারতও। সোমবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কার্যত সোমবারের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন তিনি। যদিও সংকটের কথা জানানোর পাশাপাশি মোদীর দাবি, ভারতের পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার রয়েছে। পাশাপাশি তেল আমদানিকারী দেশের সংখ্যা বাড়িয়ে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এটাই আত্মনির্ভর হওয়ার উপযুক্ত সময়।'

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলার কৌশল নির্ধারণ করতে সাতটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী গঠন করেছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের প্রভাব মোকাবিলায় জ্বালানি, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং সার-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ করতে সরকার সাতটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী গঠন করেছে।' কোভিড-১৯ অতিমারি পর্বের মোকাবিলায় এমনই ক্ষমতাসম্পন্ন গোষ্ঠী গড়া হয়েছিল বলে জানান তিনি।

সংকটের এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার সব উৎস থেকে গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল সংগ্রহের চেষ্টা করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী দিনগুলিতেও ধারাবাহিক ভাবে এই প্রচেষ্টা চলবে।' বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার বিকেল ৫টায় সর্বদল বৈঠক ডেকেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে থাকবেন না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বৈঠকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, তিনি সর্বদল বৈঠকে থাকবেন না।

রাজ্যসভার বক্তব্যে দেশবাসীকে মোদী আশ্বস্ত করেন, অপরিশোধিত তেল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত মজুত ব্যবস্থা রয়েছে ভারতের। পাশাপশি জ্বালানি আমদানিকারী দেশের সংখ্যা বাড়িয়ে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমাদের সরকার জ্বালানির কোনও একটিমাত্র উৎসের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা চায় না। এছাড়াও দেশের গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর পাশাপাশি পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস (পিএনজি)-এর ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।'

'পশ্চিমবঙ্গেই এত সমস্যা কেন?', এসআইআরে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

আইপ্যাক-তল্লাশিতেও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, অন্যান্য রাজ্যে একই প্রক্রিয়া প্রায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও পশ্চিমবঙ্গে কেন এত সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

আদালতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'অন্য রাজ্যে এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। যে সব জটিলতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে সিলবন্ধ খামে রিপোর্ট পেশ করা হবে।' এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, 'অন্য রাজ্যে তো আরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গেই এত সমস্যা কেন?' এই প্রশ্নেই স্পষ্ট হয় আদালতের উদ্বেগ।

শুনানিতে আরও উঠে আসে, সংশোধিত ভোটার তালিকায় বিপুল সংখ্যক নাম 'বিচারাধীন' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাদ পড়া নামগুলির পুনর্বিবেচনার সুযোগ দিতে ভোটার তালিকা স্থির করার সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়। আদালত জানায়, 'প্রয়োজন হলে আমরা বিষয়টি দেখব। আপাতত প্রক্রিয়া এগোচ্ছে', মন্তব্য বেঞ্চের। অন্যদিকে, আদালত এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এই প্রক্রিয়া নিয়ে তেমন কোনও মামলা হয়নি। ফলে

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে 'ব্যতিক্রম' হিসেবেই দেখছে শীর্ষ আদালত।

অন্যদিকে, এদিনই আইপ্যাক মামলার শুনানিতে তৈরি হয় তীব্র বাগযুদ্ধের পরিবেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল সরাসরি বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণকে চ্যালেঞ্জ জানান।

শুনানি চলাকালীন বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র মন্তব্য করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জোর করে তল্লাশির জায়গায় প্রবেশ করেছিলেন,এটা একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়।' এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে সিব্বল পাল্টা বলেন, 'এটা ফ্যাক্ট নয়, এটা অভিযোগ। আপনারা ধরেই নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী অপরাধ করেছেন।'এর জবাবে বিচারপতির স্পষ্ট অবস্থান, 'আমরা কিছুই ধরে নিচ্ছি না। কোনও না কোনও ভিত্তির উপরেই অভিযোগ গড়ে ওঠে। ভিত্তি না থাকলে তদন্তের প্রশ্নই উঠত না।'

মামলার শুনানিতে মূলত সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিব্বল। তাঁর বক্তব্য, 'মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের দাবি তুলতে হলে স্পষ্ট করে জানাতে হবে কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।' একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, সংশ্লিষ্ট ইডি আধিকারিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত না-থাকলে তাঁর অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

অন্যদিকে, ইডির পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু জানান, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের ভূমিকা এবং অবস্থান আদালতের সামনে তুলে ধরা হবে। পুরো শুনানি জুড়েই আইনের ব্যাখ্যা, এখতিয়ার এবং তদন্তের সীমারেখা নিয়ে তর্ক তীব্র আকার নেয়। আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ঘটনাটির প্রকৃতি ও আইনি অবস্থান খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে।

অবাধ ভোটের নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কোমর বেঁধে নামছে রাজ্য প্রশাসন। নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ অবাধ, স্বচ্ছ এবং শান্তিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তর ও আধিকারিকের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করলেন মুখ্যসচিব। গত ২২ মার্চ রবিবার নবান্ন থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে কোনও প্রকার অশান্তি বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।

নবান্ন জানিয়েছে, এই নির্দেশিকা প্রতিটি সরকারি দপ্তর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং স্থানীয় পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিটি কর্মীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এমনকি, এই নির্দেশিকা নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, তার প্রমাণ হিসেবে আগামী ২৫ মার্চ বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ইমেল আইডিতে কনফার্মেশন রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে।

ভোটে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মুখ্যসচিবের জারি করা এই নির্দেশিকায় ৬ দফা বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল ১. হিংসামুক্ত পরিবেশ নির্বাচনের সময় যে কোনও ধরনের হিংসা কঠোর হাতে দমন করা হবে। ২. ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ কোনও ভোটারকে যাতে কেউ ভয় দেখাতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন ভোটদাতাদের কোনও প্রকার উপঢৌকন বা টাকা দিয়ে প্রভাবিত করা যাবে না। ৪. ছাপ্পা ভোট রুখতে কড়াকড়ি জাল ভোট বা 'ছাপ্পা' রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হচ্ছে। ৫. বুথ দখল প্রতিরোধ বুথ জ্যামিং বা ভোটদান কেন্দ্রে অবৈধ জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ৬. ভোটারদের যাতায়াতে বাধা নয় 'সোর্স জ্যামিং' বা ভোটারদের বাড়ি থেকে বেরোতে বাধা দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৭. কড়া নজরদারিতে সরকারি কর্মীরা বিজ্ঞপ্তিতে সাফ জানানো হয়েছে যে, নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি যাতে কোনও ভাবেই লঙ্ঘিত না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেতন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের সরব মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ফের সরব হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে প্রচারে যাওয়ার আগে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, কমিশন কার ইশারায় চলছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, কমিশনের একটি চিঠিতে বিজেপির সিলমোহর বা প্রতীক দেখা গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'লুকিয়ে না থেকে সামনে থেকে লড়াই করুন। কমিশনের চিঠিতেই বোঝা যাচ্ছে কার কথায় চলছে কমিশন। এক কথায় ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপির চিহ্ন থাকার অভিযোগ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে একটি নিরপেক্ষ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নথিতে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতীক থাকতে পারে। তাঁর কথায়, 'এর থেকেই স্পষ্ট কমিশন নিরপেক্ষ নয়।' নির্বাচন কমিশনের একটি ছ'বছরের পুরনো নথি সোমবার প্রকাশ্যে এনেছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। যাতে পদ্মফুল চিহ্ন-সহ বিজেপির নাম লেখা সিল ব্যবহার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার বিধানসভার নির্বাচনী প্রচারে উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে সেই নথি নিয়েই কমিশনকে বিঁধলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাতে ওই কাগজের প্রতিলিপি নিয়ে মমতা বলেন, 'কমিশনের কাগজে বিজেপি পার্টির স্ট্যাম্প। বিজেপির চিহ্ন। পিছন থেকে খেলছেন কেন? সামনে এসে খেলুন।' ছ'বছর আগের ওই ঘটনাকে 'ক্লারিক্যাল মিস্টেক' বলে সাফাই দিয়েছে কমিশন। সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, 'এটা ক্লারিক্যাল মিস্টেক, না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত?' মঙ্গলবার মমতা বলার আগে সকালে এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে কমিশনকে নিশানা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার বেশি রাতে কেন এসআইআরের তালিকা প্রকাশ হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'তালিকা বার করতে এত ভয় কেন? তা হলে কি তালিকায় স্বচ্ছতা নেই? কেন মধ্যরাতে তালিকা প্রকাশ করা হল? বিচারকেরা তো ছ'দিন আগে কাজ শেষ করে দিয়েছিলেন। তার পরেও দেরি কেন? একতরফা কোনও পার্টির নাম ঢুকিয়েছেন?'

চালসায় গিয়ে সম্প্রীতির বার্তা

■ **উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার ভোটের প্রচার শুরু করলেন। উত্তরবঙ্গে চালসার বাতাবাড়ি মহাবারি চার্চে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জাতপাতের রাজনীতি করি না।' চালসায় গিয়ে বাংলার সম্প্রীতির বার্তা আরও একবার দেন মমতা। মঙ্গলবার তিনি জলপাইগুড়ি গিয়েছেন। এদিন জলপাইগুড়ির চালসায় চার্চে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী চালসার ওই চার্চে গেলেন বলে খবর।**

মমতার ইস্তফা

■ **ভোটের প্রাক্কালে প্রশাসনিক স্তরে বড়সড় পদক্ষেপ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি, বোর্ড ও সংস্থায় নিজের একাধিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট সব পদে ইস্তফা পাঠানো হয়েছে এবং তা দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য, বন, সংখ্যালঘু, ভূমি, শিল্প থেকে শুরু করে একাধিক দপ্তরের কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর।**

সীমানায় নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নজরদারি আরও জোরদার করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনকে হিংসামুক্ত, প্রভাবমুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত করতে আন্তঃরাজ্য সমন্বয় বাড়াতে মঙ্গলবার বিশেষ বৈঠকও করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার এসএস সান্ধু ও বিবেক জোশীর উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভোটমুখী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিব, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ডিজিপি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা অংশ নেন। পাশাপাশি প্রতিবেশী ১২টি রাজ্যের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবৈধ নগদ, মদ, মাদক ও অস্ত্র আটক, আন্তঃরাজ্য চেকপোস্টের কার্যকারিতা এবং ব্যয় সংবেদনশীল কেন্দ্রগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে কড়া নজরদারি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সীমান্ত সিল করার ওপর জোর দিয়েছে কমিশন।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ভোটমুখী রাজ্যগুলিকে সবরকম সহযোগিতা করে এবং শান্তিপূর্ণ ভোটপর্ব নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নির্বাচন ঘিরে অবৈধ লেনদেন বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা রুখে দেওয়া যায়।

প্রতিশ্রুতির পরও হামলা ইরানি বিদ্যুৎকেন্দ্রে, দাবি

তেহরান, ২৪ মার্চ: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ঘোষণা করেছিলেন যে, ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে আপাতত পাঁচ দিন কোনও হামলা চালানো হবে না। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসফাহানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করল ইরান। সে দেশের আধাসরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইসফাহান প্রদেশ এবং খোরমশহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা এবং ইজরায়েল।

ফার্স-এর প্রতিবেদনকে উল্লেখ করে আল জাজিরা জানিয়েছে, ইসফাহান প্রদেশের একটি গ্যাস উৎপাদন সংস্থায় হামলা চালানো হয়েছে। ওই সংস্থাটি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও ওই সংস্থার আশপাশে বসতি এলাকার একাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্যাস পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খোরমশহরের বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর সরাসরি প্রভাব পড়েছে। ইরাক এবং কুয়েতের সীমান্তলাগোয়া এই শহরে হামলা ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। ফার্স নিউজে আরও দাবি করা হয়েছে, মঙ্গলবার ভোরে ইরানের দু'টি বিদ্যুৎকেন্দ্রে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে।

ইরানের এই দাবি নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেনি আমেরিকা বা ইজরায়েল। দুই দেশের কেউই এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। প্রসঙ্গত, সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছে।

মোদীকে ফোন স্বয়ং ট্রাম্পের

■ **ইরান যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম বার, ফোনালাপ সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল, ফোন করেছিলেন খোদ ট্রাম্প। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (ভারতীয় সময়) প্রথমে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এই তথ্য জানান ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। পরে মোদীও এই বিষয়টি জানিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে মূলত পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের প্রসঙ্গ। একই সঙ্গে হরমুজ প্রণালী খোলার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে মোদী-ট্রাম্পের।**

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপ নিয়ে মোদী এক্স পোস্টে জানান, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তিনি লেখেন, 'যত দ্রুত সম্ভব উত্তেজনা হ্রাস এবং শান্তি স্থাপনের পক্ষে ভারত। হরমুজ প্রণালী নিরাপদ এবং উন্মুক্ত রাখা বিশ্বের সকলের জন্য অপরিহার্য। ওই অঞ্চলে শান্তি ফেরাতে ভবিষ্যতে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকবে'। অন্যদিকে, সার্জিও তাঁর এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর মধ্যে আজ কথা হয়েছে। তাঁরা পশ্চিম এশিয়ার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পার্লারে মহিলাকে কুপিয়ে খুন করে আত্মঘাতী যুবা

অনুমান বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়িয়ায় তেঁতুলতলায় বিউটি পার্লারের ভিতরেই এক মহিলাকে নৃশংসভাবে খুন। খুনের পর আত্মঘাতী যুবক। এমনিতে এই এলাকা বেশ জনবহুল। সেখানেই দিবালোকে এমন এক ভয়ঙ্কর ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই জোড়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশসূত্রে খবর, মৃতার নাম রূপবাণী দাস। দীর্ঘদিন থেকেই গড়িয়ার এই এলাকাতেই থাকতেন। তেঁতুলতলায় গত প্রায় ১৫ বছর ধরে রূপটান শিল্পী হিসেবে এই বিউটি পার্লারে কাজ করছিলেন বছর পঞ্চাশের রূপবাণী। পরিবার সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতোই এদিন দুপুর ১২টা ৫মিনিট নাগাদ পার্লারের সামনে নামিয়ে দিয়ে যান অনুপবাবু। এরপর আনুমানিক পৌনে ১টা নাগাদ পার্লার থেকে বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় পার্লারের ভিতরে তুমুল মারামারি চলছে। খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে অনুপবাবু দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। আসেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। পার্লারে ঢুকে তাঁরা দেখেন, চারপাশ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে রূপবাণী নিথর দেহ। পাশেই পড়ে

রয়েছে আরও এক যুবকের মৃতদেহ।

এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে ওই যুবক আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে তদন্তকারীদের ধারণা, বচসার জেরেই প্রথমে মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে ওই যুবক। এরপর সেই একই অস্ত্র দিয়েই নিজের গলায় কোপ বসিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। আর এই বয়ান থেকেই তদন্তকারী আধিকারিকেরা মনে করছেন রূপবাণী দেবীর সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে। সম্প্রতি এঁদের সেই সম্পর্কে কোনো জটিলতা বা টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। আর তারই জেরে ঘটে যায় এমন এক ঘটনা।

তবে অনুপবাবু জানান, কোনও ধরনের সম্পর্কে জড়ায়নি রূপবাণী। তবে ওঁকে কোনওভাবে, কোনও প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিউটিশিয়ানের কাজ করাবে বলে। এরপর সেখানে আটকে রাখা হয়। এরপরে কোনওক্রমে বুদ্ধি করে সেখান থেকে পালিয়ে আসে। পাশাপাশি অনুপবাবু এও জানান, যতদূর শোনা যাচ্ছে ওই যুবক দিল্লি বা পঞ্জাবের বাসিন্দা।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবকের বিশদ পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

এলপিজি বুকে ৩৫ দিন

■ **এক বার এলিপিজি সিলিন্ডার বুক করার কত দিন পরে দ্বিতীয়টি বুক করা যাবে, সেই সময়সীমায় আবার রদবদল আনল ইন্ডিয়ান অয়েল। ডবল সিলিন্ডার বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি করা হল সময়সীমা। সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেলেন প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকেরা। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকেরা একটি সিলিন্ডার বুক করার ৪৫ দিনের মাথায় পরেরটি বুক করতে পারবেন। উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে নন এমন গ্রাহক, যাঁদের ডবল সিলিন্ডার রয়েছে, তাঁদের সিলিন্ডার বুকিংয়ের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩৫ দিন করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি বুক করার পরে অন্তত ৩৫ দিন কাটলে দ্বিতীয়টি বুক করা যাবে।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Debabrata Chattopadhyay S/o. Sankar Kumar Chattopadhyay ও D. Chattopadhyay S/o. S. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sudip Kumar Das S/o. Mrityunjoy Das ও Sudip Das S/o. M. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Santanu Satpathi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Goutam Satpathi ও Guotham Satpathi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

PUBLIC NOTICE

That my client Sekh Alamgir Hossain lost the original Sale Deed vide No. 04568/2015 registered at ADSR Nandigram dated 22/07/2015 which was in his custody. GDE Lodged at Nandigram PS Vide GDE No. 1245, Dated 20/03/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Pal S/o. Gangadhar Pal ও Swapan Paul S/o. G Paul, Gangadhar Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮১৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sadham Akhtar Shaikh, Sk Salim Badsah ও Selim Badsah S/o. Akhter Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৯১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kumar Dutta, Swapan Dutta ও Sswapan Kr. Dutta S/o. Indranath Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী সুকান্ত কুমার ঘোষ, পিতা- গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাং- দক্ষিণ সিমলা, পোঃ- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১, মহাশয় [illegible] বর্গফুট পরিমিত ভু-সম্পত্তি, একুনে উপরিউক্ত দুইটি দাগভুক্ত মোট ০৩ (তিন) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক ১০ (দশ) বর্গফুট পরিমিত, 'কলা-বাগান' শ্রেণীভুক্ত চিহ্নিত ভু-সম্পত্তি মায় দক্ষিণ দিকে ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজের ও পশ্চিম দিকে ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজের উপরে গমনাগমনের যাবতীয় ব্যবহারিক স্বত্বাদি মায় উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় ব্যবহারিক অধিকারাদি সহ সর্বপ্রকার ইজমেন্ট রাইট মায় উক্ত সম্পত্তির যাবতীয় স্বত্বাদি ও সুবিধাদি অত্র দলিল ভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অঞ্জলি সিং**, স্বামী- শ্রী দিনেশ কুমার সিং, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আইনানুগ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ০১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সায়ন্তন চক্রবর্তী (উকিলবাবু)**,
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Das S/o. Satish Chandra Das ও Dilip Kr. Das S/o. Lt. S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shukur Mallik S/o. Rahaman Mallik ও Sukur Mallik S/o. Sk R Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮০৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Jyoti Kumari Shaw D/o. Shankar Shaw, R/o. Chak Bansberia Mandir Tala, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের, বাঁশবেড়িয়া ব্রাঞ্চের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে (XXXX3150) আমার সঠিক নাম Jyoti Kumari Shaw-এর পরিবর্তে Jyoti Shaw লিপিবদ্ধ আছে। আমি Jyoti Kumari Shaw & Jyoti Shaw D/o. Shankar Shaw, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৭৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Arati Palit W/o. Subodh Chandra Palit & D/o. Late Prafulla Kr. Basu, R/o. 60, G.T. Road, Serampore, Hooghly, 712235, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার দাদা (Ashok Kumar Bose S/o. Lt. Dr. Prafulla Kumar Bose died on 15.07.2007) ও বৌদির/দাদার স্ত্রী (Manjushree Bose W/o. Late Ashok Kumar Bose died on 02.01.2019) নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর তাহাদের সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমি Arati Palit W/o. Subodh Chandra Palit & D/o. Late Prafulla Kr. Basu হইতেছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে মার্চ। ১০ ই চৈত্র। বুধ বার। নবরাত্রি সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, বেলা ৪/৪৯ পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শ্রী শ্রী বাসন্তী দুর্গা অন্নপূর্ণা র সপ্তমীর নবপত্রিকা প্রবেশ। দেবীর নৌকা আগমন।)

CHANGE OF NAME

I, Dilip Das, son of Late Panchakari Das, residing at 44, Baranashi Ghosh Street, Kolkata - 700007, West Bengal do hereby declare that my father's name has been recorded as Kalipado Das instead of Panchakari Das in my Aadhaar Card No. 3110 8696 1590 and PAN Card No. AYPPD6683H, as declared before Court Of Judicial Magistrate, South 24 Parganas Sealdah Court (WB) vide affidavit no. 3320 Dated 17.03.2026. Panchakari Das and Kalipado Das both are same and identical person.

ক্রয়-বিক্রয়

আমি শান্তনা ওরাং, স্বামী অমিত ওরাং, সাং কন্দখোলা, মাঠপাড়া, পোঃ কন্দখোলা, থানা- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং কন্দখোলা মৌজায় দাগ নং ৩৭৫, শ্রেণী আমন, পরিমাণ ০.১৭০০ একর জমি আমার চিকিৎসার জন্য সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এই মর্মে গত ০৩-০৩-২০২৬ তারিখে এই পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাহা কিনিতে আসেন নাই, তাই আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আমার উক্ত জমিটি অন্য সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রয় করিতে চাই। যদি প্রকৃত ক্রেতা আমার উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে রাজী থাকেন তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৮৯১০২৭৯৭৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী স্বপ্না বসু, পিতা- সুশান্ত বসু, সাং মধুপুর, পোঃ পিঁপড়েগাছি, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া গত ইং ২৭.০৫.২০২২ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-7311/2022 নং দলিলবলে কোতয়ালী থানার ১৪০নং ভীমপুর মৌজায় L.R. ২২২৮, ২২২৯, ২২৩০, ২২৩১, ২২৩২, ২২৩৩, ২২৩৪, ২২৩৫, ২২৩৬ ও ২২৩৭নং খতিয়ানে ও R.S. ৩৯৮৬, ৩৯৮৭, ৩৯৮৮ ও L.R ৪০০৪ ও ৪০০৫ নং দাগে মোট ৮.৫০ শতক সম্পত্তি (১) শ্রী মধুসুদন শিকদার, পিতা- ঁবাদল শিকদার, (২) শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বৈরাগী, পিতা- ঁবিভূতীরঞ্জন বৈরাগী, (৩) অলোক বিশ্বাস, পিতা- ঁসনাতন বিশ্বাস, সর্ব সাং ও পোঃ আসাননগর, হাল থানা ভীমপুর, জেলা- নদীয়া ও (৪) শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, পিতা- ঁকালীপদ বিশ্বাস, সাং খাঁপুর, পোঃ কুলগাছি, হাল থানা ভীমপুর, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তিগণ এই সম্পত্তি গত ইং ১৯.০৮.২০২১ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-7189/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, জাজেস কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমুহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নির্বাচন এলেই তৃণমূলের বিকাশ বসুর কথা মনে পড়ে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচন এলেই তৃণমূলের বিকাশ বসুর কথা মনে পড়ে। ভোট মিটলেই তৃণমূল বিকাশ বসুকে ভুলে যায়। মঙ্গলবার জাফরপুর চালবাজার এলাকায় শীতলা মায়ের পুজোয় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের এমনটাই বললেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় '৮০-২০' লড়াই হবে। ৮০ শতাংশ বিজেপির সঙ্গে আছে। আর ২০ শতাংশ সিপিএম, তৃণমূল-সহ বাকি সবদলের। তাঁর অভিযোগ, বামআমলে সিপিএম যেমন খুনোখুনির রাজনীতি করেছে, তৃণমূলও সেই একই পথে হাঁটছে। চোর, ডাকাত এখন মমতার দলে। প্রসঙ্গত, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ জিটিএ আওতাধীন পাহাড়ি এলাকায় শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং ও ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের। ভোট প্রচারে জিটিএ-র সেই শিক্ষক দুর্নীতি মামলা তুলে ধরছে গেরুয়া শিবির। যদিও তৃণমূলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, জিটিএ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম আছে। সেই মামলার এফআইআরের কপি তাঁর কাছে আছে। তাঁর দাবি, তৃণমূল দলটা চোরের দল। দলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী দুর্নীতিতে যুক্ত।

আবুদার আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের জায়গা ফাঁকা, দেওয়ালে ঘাসফুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর-কাঁচরাপাড়া অঞ্চলের জননেতা ছিলেন মৃণাল কান্তি সিংহ রায় ওরফে মৃণাল সিংহ রায়। যদিও বীজপুরের মানুষ তাঁকে আবুদা নামেই বেশি চিনতেন। এমনকি সদ্য প্রয়াত মুকুল রায় তাঁর হাত ধরেই কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ইতিহাস বলছে, ভরা বামজমানায় সিপিএম নেতাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতেন ডাকাবুকো আবুদা।

সূত্র বলছে, আবুদার হাত ধরেই কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল। তাছাড়া সেবামূলক কাজে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৮ জুন মধ্যরাতে হালিশহর থেকে কাঁচরাপাড়ায় বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। প্রথমে তিনি সেখানকার একটি নার্সিংহোমে এবং পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় একটি তাঁকে লজে রাখা হয়েছিল। তখন তিনি তৃণমূলেই ছিলেন। অভিযোগ, লজে থাকার সময় আবুদা গলায় সংক্রমনে তিনি আক্রান্ত হন। কিন্তু দীর্ঘ চিকিৎসার পর ২০১৫ সালের ১৯ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও কী ভাবে তিনি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েই গিয়েছে। আবুদার মৃত্যুর কারণ জানতে চায় গোটা বীজপুরবাসী।

প্রসঙ্গত, কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকতলা মোড়ে আবু দার আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের কথা ছিল। মূর্তি বসানোর ঘর তৈরি হলেও, সেই ঘর আজও ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন এক ভবঘুরে। আর দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে ঘাসফুল। অভিযোগ উঠেছে, আবু দাকে যথার্থ মর্যাদা দেয় নি তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে কাঁচরাপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মান্ধারী বাজার শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। মানিকতলা মোড়ে আসতেই আবু দার আবক্ষ মূর্তি বসানোর ফাঁকা ঘরটি তাঁর নজরে আসে।

আবু দার স্মৃতি উসকে দিয়ে সুদীপ্তের অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে আবু দাকে ব্যবহার করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আবু দার হাত ধরেই অনেক নেতা চাকরি পেয়েছেন। তাঁরাও আবু দাকে মনে রাখেনি। তাঁর দাবি, ভোট আসলেই তৃণমূল নেতাদের আবু দার কথা মনে পড়ে। ভোট মিটলেই তাঁরা আবু দাকে ভুলে যান। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যারা আবু দাকে অসম্মান করেছেন। এবার বীজপুরের মানুষ তাদেরকে ছাড়বে না।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এমনকি ওই বিজেপি কর্মীর মাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল থানার অধীনস্থ জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের আতপুর পঞ্চাননতলায়।

যদিও হামলার সময় বিজেপি কর্মী প্রতীক সোনার বাড়িতে ছিলেন না। ওইদিন রাতেই আক্রান্তদের তরফে জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্তরা এখনও অধরা। বিজেপি কর্মীর মা রুকমনি সোনারের অভিযোগ, চার-পাঁচজনের একটি দল তাঁর বাড়িতে আচমকা হানা দেয়। ওরা প্রথমে গালিগালাজ করতে থাকে। তারপর তাঁর কাছে ওরা এক লক্ষ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ওরা তাঁকে টানাহেঁচড় করতে থাকে। অসুস্থ স্বামী ঠেকাতে গেলে তাঁকে ওরা ধাক্কাধাক্কি দেয়।

এদিকে ঘটনার দিনেই রাতেই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হাজির হন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডগ্গ রাজেশ কুমার, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সঞ্জয় সিং। জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের অভিযোগ, দলীয় কর্মী প্রতীক সোনারের বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। বাড়ির মহিলা সদস্যকে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। জগদ্দল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। যদিও ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের দাবি, এগুইই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। শুনেছি মৃদু ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। কিন্তু ওখানে যদি শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে থাকে। তা হলে পুলিশ নিশ্চিয় যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

থমকাল গ্রিন লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকাল ১১টা ৫০ মিনিটের কিছু আগে হঠাৎই বিপত্তি গ্রিন লাইনে। হাওড়ামুখী একটি মেট্রো মহাকরণ স্টেশনের মুখে এসে অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ায় ডাউন লাইনের পরিষেবা থমকে যায়। আপ লাইনে ট্রেন চলাচল সচল থাকলেও বিপরীতমুখী যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে হয়। অফিস টাইমে এই বিঘ্নে বিপাকে পড়েন বহু নিত্যযাত্রী। প্রায় ৪৫ মিনিট পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুপুর ১২টা ৩৭ মিনিটে ফের চালু হয় পরিষেবা। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, 'পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছিল।'

ভোটের আগে কড়াকড়ি, এক সপ্তাহেই ১৮১ কোটি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট ঘোষণার পরেই নজিরবিহীন তৎপরতা দেখা গেল রাজ্যে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই নগদ টাকা থেকে মাদক, সোনা, বিপুল পরিমাণ বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করেছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী, ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত মোট বাজেয়াপ্তর পরিমাণ প্রায় ১৮১ কোটি টাকারও বেশি।

এর মধ্যে রয়েছে কয়েক কোটি টাকার নগদ অর্থ, ১০ লক্ষ লিটারেরও বেশি মদ এবং হাজার হাজার কেজি মাদকদ্রব্য। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সোনা ও মূল্যবান ধাতুও উদ্ধার হয়েছে। নাকা তল্লাশি জোরদার করতেই এই সাফল্য এসেছে বলে প্রশাসনের দাবি। কমিশনের কথায়, ভোটের আগে অবৈধ লেনদেন ঠেকাতেই নজরদারি আরও কড়া করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও সতর্কতা বজায় রাখা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার একটি ঘটনায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আবার কলকাতায় ভয় দেখানোর অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সব মিলিয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন।

সরকারি কর্মী-আধিকারিকদের জিআইএসএস সংক্রান্ত তথ্য সার্ভিস বুকে অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের সাধারণ বিমা ও সঞ্চয় প্রকল্প বা জিআইএসএস সংক্রান্ত তথ্য বাধ্যতামূলক ভাবে সার্ভিস বুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পেনশন প্রক্রিয়া দ্রুত ও নির্ভুল করতে রাজ্যের অর্থ দপ্তর এই নির্দেশ দিয়েছে।

জিআইএসএস প্রকল্পের আওতায় সরকারি কর্মীদের বেতন থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা কাটা হয়। কর্মী অবসর গ্রহণ করলে বা কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে সেই অর্থ সুদ-সহ ফেরত দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে সাধারণ ভবিষ্যনিধির (জিপিএফ) সমান হারে সুদ দেওয়া হয়। অর্থ দপ্তরের অভিযোগ, বহু দপ্তরে জিআইএসএস সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে আপডেট করা হচ্ছে না। ফলে পেনশন প্রক্রিয়ায় জটিলতা তৈরি হচ্ছে এবং অবসরের পর বহু কর্মী সমস্যায় পড়ছেন। এই পরিস্থিতি এড়াতে সমস্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জিআইএসএস সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য যেন সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের সার্ভিস বুকে সঠিক ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীদের পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এইচআরএমএস পোর্টালের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সংসদে উঠল বাংলার সংস্থার পূর্ণ চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নিবন্ধিত সংস্থাগুলির অবস্থান ও গঠন নিয়ে রাজ্যসভায় উঠে এল বিস্তারিত পরিসংখ্যান। মঙ্গলবার কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা রাজ্যের কর্পোরেট কাঠামোর একটি বিস্তৃত ছবি তুলে ধরেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় সংস্থার সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৭৫, যা মোট সংখ্যার নিরিখে সবচেয়ে বড় অংশ। মন্ত্রীর বক্তব্য, এই সক্রিয় সংস্থার সংখ্যাই রাজ্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের প্রধান সূচক। একইসঙ্গে ১১ হাজার ৮১৬টি সংস্থা ইতিমধ্যেই একীভূত হয়েছে এবং ৫ হাজার ৯১৩টি সংস্থা এলএলপি কাঠামোয় রূপান্তরিত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নথি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থার সংখ্যা ৮৪৯। অন্যদিকে, ৪৩০টি সংস্থা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় বা 'ডরম্যান্ট' হিসেবে চিহ্নিত। তবে সবচেয়ে নজরকাড়া তথ্য 'স্ট্রাইক অফ' সংস্থাগুলিকে ঘিরে। মন্ত্রকের ভাষায়, ৭৮ হাজার ৬১৫টি সংস্থার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে ১০১টি সংস্থা লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, সংস্থাগুলির মুনাফা, বার্ষিক রিটার্ন জমা এবং বাতিলের প্রবণতা সংক্রান্ত বিশদ তথ্য পৃথক সংযোজনে দেওয়া হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসতেই কর্পোরেট মহলে নতুন করে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, উচ্চ সক্রিয়তা যেমন ইতিবাচক ইঙ্গিত, তেমনই বিপুল সংখ্যক সংস্থা বাতিল হওয়া প্রশাসনিক কড়াকড়িরও প্রতিফলন।

নির্বাচনে ব্যবহৃত বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ির ভাড়া বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত হওয়া বাস, মিনিবাস ও ছোট গাড়ির ভাড়া বাড়ছে। পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই সংশোধিত ভাড়ার কথা জানিয়েছেন। নতুন হারে, বাস ভাড়া দৈনিক ২৭৮০ টাকা এবং মিনিবাসের ভাড়া ২৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই হার ছিল যথাক্রমে ২৫৩০ ও ২০৯০ টাকা। ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে দৈনিক ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে ৯৮০ টাকা, যা আগে ছিল ৮৯০ টাকা। সাত আসনের ম্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া ১৪৪০ টাকা এবং ১৪ থেকে ২২ আসনের গাড়ির ক্ষেত্রে তা ১৭২০ টাকা ধার্য হয়েছে। লোকসভা ভোটে এই হার ছিল যথাক্রমে ১৩১০ ও ১৫৬০ টাকা। খোরাকি বা কর্মীদের খাবারের ভাতার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময়ের ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৮০ টাকা। বেসরকারি পরিবহণ মালিকেরা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। সিটি সাবারবান বাস সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, দীর্ঘদিনের এই দাবি মেটায় এবার বাস মালিক ও কর্মীরা ভোটের কাজ করতে উৎসাহ পাবেন।

পরিবহণ মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট ফোরাম অফ ট্রান্সপোর্ট অপারেটরস (জেএফটিও) গত জানুয়ারিতে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, টায়ার, লুব্রিক্যান্ট, বডি মেটেরিয়াল, বিমা এবং কর্মীদের মজুরি, সব ক্ষেত্রেই খরচ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। সেই অনুযায়ী ভাড়া বাড়ানোর দাবি জানানো হয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৫ মার্চ ২০২৬, ১০ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার

উত্তরবঙ্গে ভরসা বৃদ্ধি, বদলের হাওয়া জোরালো: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণকে সামনে এনে জোরালো বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিভিন্ন প্রভাবশালী মুখের শাসক শিবির ছেড়ে বিজেপির দিকে ঝোঁকার ঘটনাকে তিনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেন।

শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, উত্তরবঙ্গ থেকে এই যোগদান রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটি রাজ্যের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর দাবি, রাজ্যের নানা প্রান্তে সাধারণ মানুষের মনোভাব দ্রুত বদলাচ্ছে এবং তা ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। বর্তমান প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর গলায়। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের প্রত্যাশা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। একইসঙ্গে শাসক দলের বিরুদ্ধে জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ তুলে তিনি ইঙ্গিত দেন, আসন্ন নির্বাচনে এই মনোভাবই নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে।

বৈঠকে উপস্থিত নেতৃত্বের দাবি, উত্তরবঙ্গের এই স্রোত রাজ্যের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিবর্তনের পূর্বাভাস বহন করছে।

গ্যাস বুকিংয়ে কড়াকড়ি, ভর্তুকিতেও নতুন শর্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রান্নার গ্যাস সরবরাহ ঘিরে নতুন নিয়ন্ত্রণ আনল কেন্দ্র, বদলে গেল এলপিজি সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মকানুন। আন্তর্জাতিক জ্বালানি পরিস্থিতির প্রভাবেই এই সিদ্ধান্ত বলে ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট মহলের। ফলে এবার থেকে গ্রাহকদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই গ্যাস তুলতে হবে, পাশাপাশি ভর্তুকি পাওয়ার ক্ষেত্রেও লাগু হচ্ছে নতুন বিধি।

নতুন ব্যবস্থায় একজন গ্রাহক মাসে সর্বাধিক দু'টি সিলিন্ডার বুক করতে পারবেন। নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে গেলে অতিরিক্ত যাচাইয়ের মুখে পড়তে হতে পারে। একই সঙ্গে বছরে ভর্তুকি মিলবে সর্বোচ্চ ১২টি সিলিন্ডারে। এর বেশি প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত তিনটি পর্যন্ত সিলিন্ডার নেওয়া গেলেও সেখানে আর কোনও আর্থিক সহায়তা মিলবে না।

বুকিংয়ের সময় ব্যবধানও বাড়ানো হয়েছে। আগে যেখানে অপেক্ষা ছিল ২১ দিন, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ দিন। অর্থাৎ একবার সরবরাহ পাওয়ার পর পরবর্তী বুকিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা বাধ্যতামূলক। অতিরিক্ত সিলিন্ডারের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিকের বক্তব্য, বিশেষ প্রয়োজনের প্রমাণ মিললেই অতিরিক্ত বরাদ্দের অনুমতি দেওয়া হবে। একই সঙ্গে ডেলিভারির সময় ওটিপি যাচাই ও ই-কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সতর্কবার্তা, কেওয়াইসি আপডেট না-থাকলে ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ভবানীপুরে ভোটার তালিকা ঘিরে চরম অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি এবার সামনে এল ভোটার তালিকা নিয়ে গভীর জটিলতা। যেখানে একদিকে প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিজেপির হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন শুভেন্দু অধিকারী, সেই কেন্দ্রেই নাম বাদ পড়া নিয়ে তৈরি হয়েছে তীব্র ধোঁয়াশা।

সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশন বিচারাধীন ভোটারদের নিয়ে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে। কিন্তু সেই তালিকায় ঠিক কতজনের নাম রইল আর কতজন বাদ গেল, তা স্পষ্ট নয়। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে দ্রুত। উপলব্ধ তথ্য বলছে, তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় আগেই ৪৭ হাজার ১১১ জনের নাম বাদ গিয়েছিল। পরে চূড়ান্ত তালিকায় আরও ২ হাজার ৩২৪ জনের নাম ছাঁটাই হয়। এর পাশাপাশি ১৪ হাজার ১৫৪ জনকে 'বিবেচনাধীন' পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কারা তালিকায় জায়গা পেলেন, তা নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য সামনে আসেনি।

তৃণমূল স্তরের পর্যবেক্ষণে দাবি করা হয়েছে, বিবেচনাধীন নামের প্রায় ৪০ শতাংশ চূড়ান্ত তালিকা থেকে উধাও। অর্থাৎ, ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৬০ জনের নাম থাকছে, বাকি ৪০ জন বাদ। আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটের দিন ঘনিয়ে আসছে, অথচ বহু নাগরিক এখনও নিশ্চিত নন তাঁরা ভোট দিতে পারবেন কি না। এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও। তাঁর বক্তব্য, এভাবে মানুষের ভোটাধিকার অনিশ্চিত করা যায় না। এখন নজর নির্বাচন কমিশনের দিকে, এই বিভ্রান্তি কাটাতে তারা কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার।

লক্ষাধিক রেশন কার্ড বাতিল, রাজ্যে জোরদার যাচাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল অভিযানের জেরে পশ্চিমবঙ্গেও ইতিমধ্যেই তিন লক্ষের বেশি রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে। মৃত ব্যক্তি, অন্যত্র স্থানান্তরিত গ্রাহক এবং নির্দিষ্ট আর্থিক মানদণ্ডের ঊর্ধ্বে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতেই এই বিশেষ যাচাই অভিযান চলছে। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় বর্তমানে দেশে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ রেশন সুবিধা পান এবং এই তালিকা থেকে অযোগ্য গ্রাহকদের বাদ দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

রাজ্যের খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের তরফে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০২ জন রেশন গ্রাহকের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৬২টি রেশন কার্ড ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬১২ জন গ্রাহককে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি গ্রাহকদের বিষয়ে তদন্ত এখনও চলছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে দেশজুড়ে রেশন গ্রাহকদের যাচাই প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে বিপুল সংখ্যক রেশন কার্ড। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সারা দেশে প্রায় ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৬৩ জন গ্রাহকের তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের পর ২ কোটি ১৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৪১টি রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২ কোটি ১ লক্ষ ৫০ হাজার ৯০৫ জন গ্রাহককে বৈধ বলে চিহ্নিত করেছে রাজ্যগুলি, যদিও এখনও কয়েক কোটি গ্রাহকের যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। কেন্দ্রীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, সারা দেশে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭০ শতাংশ যাচাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রায় ৪ কোটি ১৬ লক্ষ গ্রাহককে অন্তর্ভুক্ত করছে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজ ব্রহ্মচারী রিতেন ভাই জন্মতারিখ তারিখ (০১ / ০১ / ১৯৪৮) মঙ্গলবার (২৪ / ০৩ / ২০২৬) মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটায় রামকৃষ্ণলোকে গমন করেছেন।

বৈঠকের ম্যারাথনে প্রথম দিনেই সংগঠনে জোর নীতিন নবীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে সংগঠন চাঙা করতে রাজ্যে পা রাখতেই ব্যস্ত কর্মসূচিতে দিন কাটালেন নীতিন নবীন। সফরের প্রথম দিনেই একের পর এক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন, নির্বাচনের লড়াইকে সর্বশক্তি দিয়ে ধরতে চাইছে বিজেপি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনের শুরুতেই নবদ্বীপ বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন তিনি। তৃণমূল স্তরের সংগঠন কতটা সক্রিয়, কোথায় ঘাটতি;সেসব খতিয়ে দেখেন বিস্তারিতভাবে।

এরপর তথ্যপ্রযুক্তি সেল ও কল সেন্টার টিমের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে ডিজিটাল প্রচারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়া, মিডিয়া ও ন্যারেটিভ টিমের সঙ্গে বৈঠকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। প্রচারের ভাষা, বার্তার তীক্ষ্ণতা এবং বিরোধী শিবিরকে ঘিরে আক্রমণের কৌশল;সবই উঠে আসে আলোচনায়। এক শীর্ষ নেতার কথায়, তএই সফরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার;সংগঠনকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মানুষের কাছে পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া।দ

সারাদিনের কর্মসূচিতে বারবার উঠে এসেছে বুথস্তরের প্রস্তুতির প্রসঙ্গ। সূত্রের দাবি, প্রতিটি অঞ্চলে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রথম দিনের এই ধারাবাহিক বৈঠকেই স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে মাটিতে শক্তি বাড়াতেই সর্বোচ্চ জোর দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব।

অনলাইনে ভোটার তালিকা দেখার সহজ উপায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে প্রকাশিত হল সংশোধিত সম্পূরক ভোটার তালিকা। এবার ঘরে বসেই নিজের নাম রয়েছে কি না, তা যাচাই করার সুযোগ মিলছে অনলাইনে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যাঁদের নাম যাচাই প্রক্রিয়ায় ছিল, তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

এই তালিকা দেখার জন্য নাগরিকদের দু'টি আলাদা পথ খোলা রয়েছে। প্রথমটি সরাসরি নিজের নাম খোঁজার পদ্ধতি। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সরকারি ওয়েবসাইটে গিয়ে 'ভোটার সার্ভিস' বিভাগে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে Search Your Name in Voter List অপশনে ক্লিক করে পরিচয়পত্র নম্বর, ব্যক্তিগত তথ্য বা মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে সহজেই খোঁজ করা যাবে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সঠিক তথ্য দিলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফলাফল জানা সম্ভব।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বুথভিত্তিক সম্পূর্ণ তালিকা পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করা যায়। এজন্য সংশ্লিষ্ট জেলা, কেন্দ্র এবং বুথের তথ্য নির্বাচন করে নির্দিষ্ট রোল সংগ্রহ করতে হবে। এতে একসঙ্গে পুরো এলাকার ভোটারদের নাম দেখা সম্ভব। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই অনলাইন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে।দ তবে ভোটের আগে বহু মানুষের নাম তালিকায় রয়েছে কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়ায় এই পদ্ধতি এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নাগরিকদের উদ্দেশে বার্তা স্পষ্ট, শেষ মুহূর্তের অপেক্ষা না-করে যত দ্রুত সম্ভব নিজের নাম যাচাই করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

উত্তরে মমতা, দক্ষিণে অভিষেক, দ্বিমুখী প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারযুদ্ধকে নতুন মাত্রা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার থেকে দল তাদের প্রচার কৌশলে স্পষ্ট দ্বিমুখী রণনীতি গ্রহণ করেছে, উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর দক্ষিণবঙ্গের ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনকে পাখির চোখ করে প্রচার শুরু করেছেন মমতা। জলপাইগুড়ির চালসা থেকে তাঁর কর্মসূচির সূচনা, এরপর ময়নাগুড়ি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ধারাবাহিক জনসভা রয়েছে। এই অঞ্চলগুলিতে সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে ভোটের স্রোত নিজেদের দিকে টানাই তাঁর লক্ষ্য বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অন্যদিকে, একই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে প্রচারের ভার কাঁধে নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পাথরপ্রতিমার সভা দিয়ে তিনি কর্মসূচি শুরু করেছেন। তাঁর প্রচারের মূল সুর, উন্নয়নের হিসাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাশাপাশি বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণও শানাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে।

তৃণমূলের এই সমন্বিত কৌশল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে নেতৃত্বের শীর্ষস্তরকে দুই ভাগে ভাগ করে সমান্তরাল প্রচার, অন্যদিকে অঞ্চলভিত্তিক ফোকাস, সব মিলিয়ে সংগঠনের শক্তি সর্বোচ্চ ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা স্পষ্ট। এদিকে ভোটের লড়াই ঘিরে চ্যালেঞ্জও কম নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন, 'ভবানীপুরে ৬০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জিতব।' পালটা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, '২৫ হাজার ভোটে জিতব।'

এই পালটাপালটি দাবির মাঝেই স্পষ্ট, উত্তরে মমতা আর দক্ষিণে অভিষেককে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে সর্বশক্তি নিয়ে নামছে তৃণমূল।

প্রার্থী নিয়ে অস্বস্তি, বিজেপির দপ্তরেই বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার সল্টলেকে দলের রাজ্য সদর দপ্তরেই ফের প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপির একাংশ কর্মী। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বলাগড় ও বাদুড়িয়া কেন্দ্রের প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে এই বিক্ষোভ ঘিরে অস্বস্তি বাড়ল গেরুয়া শিবিরে।

বিক্ষুব্ধদের দাবি, যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন অন্য দলে সক্রিয় ছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে মেনে নিতে নারাজ স্থানীয় কর্মীদের বড় অংশ। এক বিক্ষুব্ধ কর্মীর বক্তব্য, 'আমরা কোনও ভাবেই ওই প্রার্থীর হয়ে কাজ করব না। অতীতে আমাদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।' এক মহিলা কর্মী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'দলকে বারবার বলেছি, বাইরে থেকে আসা কাউকে প্রার্থী করা হলে আমরা মানতে পারব না।' অন্য এক কর্মীর কথায়, 'আমরা বিশ্বাস করি, তিনি জিতুন বা হারুন, শেষ পর্যন্ত অন্য দলে চলে যাবেন। তাই তাঁর জন্য কাজ করা সম্ভব নয়।'

প্রার্থী বদলের দাবিতে এই বিক্ষোভ ঘিরে ভোটের আগে সংগঠনের অন্দরে অসন্তোষ আরও প্রকট হল।

তিনশো বছরের বাসন্তীপুজো বাংলাদেশ থেকে কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের ফরিদপুর নিবাসী মৌলিক পরিবারে দুর্গা পুজোর বয়স প্রায় ৩০০ বছরের কাছাকাছি (পূর্বপুরুষের নাম দেবিঘটের খোদাই করা দেখে ওই আন্দাজ করা যায়)।

দেশভাগের সময় স্বর্গীয় পরেশনাথ মৌলিক কেবল মাত্র দেবিঘট ও ৩০০ বছরের পুরনো বরাহোদন্ত নারায়াণশিলা ছাড়া আর কিছু নিয়ে কাটা তার পেরতে পারেননি। পূর্ববঙ্গের নিয়ম অনুসারে গণেশ ও সরস্বতী মায়ের বাঁপাশে আর লক্ষ্মী আর কার্তিক মায়ের ডান পাশে, এই ভাবেই প্রতিমার রূপদান করে আসা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে।

কলা বউ অবস্থান করে মায়ের ডান দিকে কার্তিকের পাশে। কলা বউ স্নান থেকে সন্ধি পুজো নবমীর হোম থেকে নবমীতে বোয়াল মাছের ভোগ (অধিক ৯ কিলো) সবই এই পুজোর অঙ্গ। দশমীতে কচু শাক ও পান্তা দিয়ে মায়ের দশমীর ভোগ হয় পূর্ববঙ্গের রিতি অনুযায়ী দশমীর দুপুরে পুটি মাছ দুপুরের খাবারে থাকা আবশ্যক।

বর্তমান প্রজন্মে স্বর্গীয় পরেশ নাথ মৌলিকের পৌত্র দেবমাল্য মৌলিক রাজপুরে নিজ বাসগৃহে এই পুজোর আয়োজন করেন। এই বাসন্তী দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গাঙ্গুলি থেকে স্বস্তিকা মুখার্জি এছাড়া একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি দেখা যায় এই বাড়িতে। পরিবার ও রাজপুড়ের অধিবাসীবৃন্দের উপস্থিতিতে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে রাজপুর লেবুতলার আকাশ ও বাতাস। দেবমাল্য মৌলিক জানালেন, 'বাসন্তী পুজো আমাদের পরিবারের এক ঐতিহ্য, বাঙালিদের উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম উৎসব। বংশানুক্রমে চলে আসা এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখার আনন্দ অকল্পনীয়।'

ভোটার তালিকায় নাম উঠতেই স্বস্তি প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের আগে অনিশ্চয়তার মেঘ কেটে গেল একাধিক প্রার্থীর মাথা থেকে। অতিরিক্ত ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'বিচারাধীন' তকমা ঝরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তৃণমূল ও বিজেপির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মুখ। ফলে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় আর কোনও জটিলতা রইল না তাঁদের সামনে।

নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সংশোধিত তালিকায় নিজের নাম দেখতে পেয়ে প্রার্থীরা কার্যত নিশ্চিন্ত। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অনিশ্চয়তা যে শেষমেশ কেটেছে, তা তাঁদের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট। ভাতারের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি বলেন, 'জানি না কেন আমার নাম বিচারাধীন ছিল। আমি শুনানিতে সমস্ত তথ্য পেশ করেছিলাম। তাতে কমিশন সন্তুষ্ট হয়েছিল, বুঝতে পেরেছি। তাই আমার নাম ওঠা নিয়ে কোনও চিন্তা ছিল না। গতকাল রাত ৯টা থেকে চেষ্টা করছিলাম নাম দেখতে। কিন্তু তখন দেখতে পাইনি। শেষে রাত ১২টায় নিজের নাম খুঁজে পাই।'

নিয়োগপত্রে গতি আনতে তৎপর পর্ষদ, অনিশ্চয়তা কাটছে না প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি আনতে একাধিক দফায় উদ্যোগ শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সীমিত সংখ্যক বিষয়ে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে ১৬৮ জন প্রার্থীকে দ্রুত নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে প্রশাসনিক জটিলতা কাটেনি এখনও। পর্ষদের তরফে পুলিশ প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন দ্রুত শেষ না-হলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি মেডিক্যাল পরীক্ষাও দ্রুত সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উদ্দেশে পাঠানো নির্দেশিকা নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। শূন্যপদের তথ্য পুনরায় যাচাই করে জানাতে বলা হয়েছে, যা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও পিছিয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়সীমা বারবার পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু নিয়োগের নিশ্চয়তা মিলছে না। আদালতের নির্দেশ, প্রশাসনিক ব্যস্ততা এবং শূন্যপদ নিয়ে ধোঁয়াশা, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখনও অনির্দিষ্টই রয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন রেখা টানলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহে সরাসরি শাসক দলের বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সল্টলেকের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিকে দ্বিমুখী সংঘর্ষের রূপ দিয়ে বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি জনতা বনাম তৃণমূল কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা থেকে দুর্নীতির অভিযোগ, বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে আক্রমণ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের শাসক দল মানুষের আস্থা হারিয়েছে। তাঁর মতে, কৃষক ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই জনঅসন্তোষ তীব্র হয়েছে। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রসঙ্গেও তিনি সরব হন। তাঁর বক্তব্য, ফর্ম-৭ জমা দেওয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে তা সিস্টেমে আপলোড করা হয়নি এবং এই প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরির অভিযোগও তোলেন তিনি।

শেষে শমীক স্পষ্ট বার্তা দেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এই প্রক্রিয়া মাঝপথে বন্ধ করা উচিত নয়। তাঁর দাবি, নিরপেক্ষ ভোটই রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

উত্তরে বৃষ্টি, দক্ষিণে অপেক্ষা, বদলাচ্ছে আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আবহাওয়ায় ফের পালাবদলের ইঙ্গিত। উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই সক্রিয় বৃষ্টির ধারা, আর দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বিরতি থাকলেও সপ্তাহের শেষে পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন দুই বঙ্গের আবহাওয়ার চরিত্র থাকবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আবহবিদদের বক্তব্য, বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয়বাষ্প এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরেই এই পরিবর্তন। তার প্রভাবেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ছে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। সঙ্গে দমকা হাওয়া ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আকাশ তুলনামূলক পরিষ্কার থাকলেও এই স্বস্তি স্থায়ী নয়। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, সপ্তাহান্তে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রথম দফায় পরিবর্তন শুরু হবে, তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য জেলাতেও প্রভাব পড়বে। তাপমাত্রাতেও কিছুটা স্বস্তি মিলছে।

কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে অবস্থান করছে, যা গরমের তীব্রতা খানিকটা কমিয়েছে।

সব মিলিয়ে, একদিকে উত্তরবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টির দাপট, অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়ের অপেক্ষা, এই দ্বৈত আবহাওয়াই এখন রাজ্যের আবহমান চিত্র। আগামী কয়েক দিন এই পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর।

সম্পাদকীয়

উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও এবার কামড় বসাবে বিজেপি

গত কয়েকটি লোকসভা থেকে বিধানসভা। এ রাজ্যের ভোটে উলেখযোগ্য জনসমর্থন বেড়েছে বিজেপির। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তাঁদের সমর্থন বাড়ছে। এটা যদি ভালো দিক হয়, খারাপটা হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ। সেখানে কোনওদিনই খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তাঁরা। তবে সর্বশেষ লোকসভা ও একুশের বিধানসভায় দুই মেদিনীপুরে তারা বেশ ভালো ফল করেছে। এখন প্রশ্ন হল, রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে গেলে শুধু উত্তরবঙ্গ দিয়ে তো আর হবে না, দক্ষিণেও শক্ত মাটি দরকার। সবমিলিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা চাই। তবে ছাব্বিশের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখনও পর্যন্ত গ্রাউন্ড লেভেল থেকে যা উঠে আসছে, তাতে খুব ভালো অবস্থায় নেই রাজ্যের শাসকদল। নানা চোরাস্রোত, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তোলাবাজির ভাগ বাটোয়ারা, পুরনোদের কোণঠাসা করা-সহ নানা অভিযোগে জেরবার তৃণমূল শিবির। এর প্রভাব ভোটে পড়তে বাধ্য। প্রার্থীপদ বদল করার জন্য অনেক কেন্দ্রেই তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হবে। এটা বুঝে গিয়েছেন খোদ তৃণমূলনেত্রী। তাই শেষবেলায় অভিষেক ও আইপ্যাকের দেওয়া অনেক নামই কাটা পড়েছে। নেত্রী শেষবেলায় নিজেই প্রার্থী চূড়ান্ত করেছেন। এটা না হলে নির্বাচনে আরও বেকায়দায় পড়তো ঘাসফুল শিবির। এই ক্ষোভ, বিক্ষোভ এই এক মাসে কতটা সামাল দিতে পারবে, সেটা তারাই জানে। তবে এই সুযোগ য়দি বিজেপি নিতে পারে তাহলে কিন্তু উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণেও ভালো কামড় বসাতে পারবে তারা। এর ওপর শাসক দলের বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ তো রয়েইছে। যা ইতিমধ্যে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। ছাব্বিশের ভোটে এই সুযোগ নিতে পারলে রাজ্যে অনেক দূর যাবে বিজেপি। কারণ, এই সুযোগ নেওয়ার ক্ষমতা বাকি দুই বিরোধী কংগ্রেস ও বামেদের নেই। কারণ, এই দলই কমতে কমতে আজ এক ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আগ্রাসী তৃণমূলকে রোখার ক্ষমতা তাদের নেই। সেটা আছে কেবল বিজেপির। এটা রাজ্যের বেশিরভাগ ভোটারেরই ধারণা। এটাও বিজেপির একটা প্লাস পয়েন্ট।

বাংলার মুখ শুভেন্দু অধিকারী

সুবল সরদার

নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর লড়াই দেখছে বাঙালি, বুকের পাটা কাকে বলে। দেশমাতৃকার চরণে দিবেদিত এক প্রাণ। মৃতপ্রায় বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করে।

সারা বঙ্গে এখন ২৬ র নির্বাচনী প্রস্তুতি দেখছে। টান টান উত্তেজনা। কখন কি হয় ,কে -কোথায় প্রার্থী হচ্ছেন, কে জিতবেন ,কে হারবেন জনগণের মধ্যে আলোচনা চলতেই থাকে চা দোকান থেকে ট্রেনে , বাসে, হাটে ,বাজারে। তৃণমূল সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি জনগণের মনকে নাড়া দেয় । বেকারদের স্বপ্ন চুরি, শিক্ষিত যুবকদের চাকরি চুরি , শিক্ষা, স্বাস্থ্য,শিল্প এখন সব লাটে উঠে গেছে। জনগণকে সাক্ষী রেখে কীভাবে তিনি একের পর এক দুর্নীতি করে চলেছেন ! সন্ত্রাসে ভরা বঙ্গ এখন মৃত্যু উপত্যকা। সত্যিকারের জনগণের আদেশ ছাড়া ভোট লুট করে কীভাবে তিনি ক্ষমতার শিখরে বসে আছেন ! তৃণমূল সরকারের প্রায় সব মন্ত্রী জেলের ভাত খেয়েছেন। বিধায়ক,সাংসদ কেউ বাদ যায়নি। মমতা বন্দোপাধ্যায় সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি নামক একটা নতুন শিল্প আমদানি করেন, সাম্প্রদায়িক, ইসলামীকরণ যা চিরকাল সাম্প্রদায়িক মুসলিমরা করে আসে। তিনি সম্প্রতি এক জনসভায় বলেছেন - তাঁরা আছে বলে আমরা ভালো আছি, অন্যথায় এক শ্রেণী (উগ্ মুসলিম) ঘিরে ধরে আমাদেরকে মেরে ফেলবে। মুর্শিদাবাদ থেকে হুমায়ুন কবীর ও ওই একই কথা বলেছেন - তারা হিন্দুদের মেরে কেটে ফেলবে কারণ তারা সেখানে সংখ্যাগুরু। মুসলিম নেতা নেত্রীদের সঙ্গে মমতার বন্দোপাধ্যায় যোগ দিয়েছেন সনাতনী হিন্দুদের মেরে ফেলার জন্যে ।

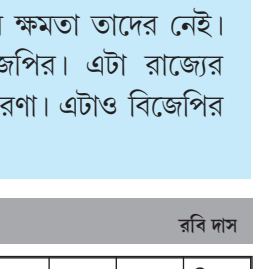

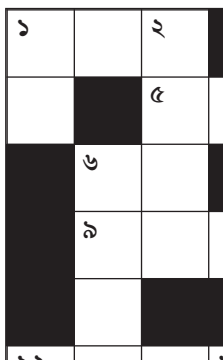

শুভেন্দু অধিকারী যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর যোগ্য উত্তরসূরি হন,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন সুরাবর্দীর যোগ্য প্রতিনিধি। এই সুরাবর্দী ছিলেন ৪৬ র গ্ৰেট ক্যালকাটা কিলিং এর কসাই। দেশভাগের জনক,হিন্দু বিদ্বেষী গান্ধীর উপদেশ উপেক্ষা করে সেদিন অস্ত্র হাতে রণহুংকারে জবাব দিয়েছিলেন গোপাল মুখার্জী একাই । আজ দেখা যাচ্ছে সুরাবর্দীর ভূমিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন । কখনো তিনি নমাজ পড়ছেন,বোরখা পড়ছেন, দোয়া করছেন, ইফতার পার্টিতে যাচ্ছেন। শুভ দোল মোবারক বলছেন। এটা তিনি মুখ ফসকে বলেননি। তিনি ইচ্ছা করে একশ্রেণীর কাছে টানার জন্যে এমন নাটক করছেন। এই নাটক পৌনঃপুনিকভাবে পা ভাঙ্গা, পড়ে গিয়ে মুখে রক্তের দাগ -তিনি করেই চলেছেন । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা মুখোশের আড়ালে না থেকে সরাসরি হিন্দুদের একজোট হতে বলেছেন। হিন্দুদের তিনি একজোট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন অন্যথায় আবার শরণার্থী হতে হবে। আমার বাঙালিরা আর কতবার শরণার্থী হব ? কতবার দেশভাগের বলী হব ? কত রক্ত ঝরবে? কত প্রাণ যাবে? শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর স্বপ্ন সার্থক ভাবে রূপায়ণ করার জন্যে আজকের দিনে শুভেন্দু অধিকারী গোপাল পাঁঠার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । তিনি নির্ভিক ভাবে বুক চিতিয়ে নন্দীগ্রামে মমতার বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয় লাভ করেন গত নির্বাচনে। তিনি অগ্নি কন্যাকে হারিয়ে, তাঁর মিথ্যা বিপ্লবকে হারামে পাঠিয়ে দিয়েছেন পুনর্মূর্ষিকোভব টাকা কক্ষবলা যায় । এবারের নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম থেকে ভবানীপুরে ও মমতার বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এবারেও তিনি জিতবেন । জনগণ সেই কথা বলছে। বিরোধিতা কাকে বলে, বিরোধী দলনেতা কাকে বলে সারা বঙ্গ তথা ভারতের জনগণ দেখছে। লড়াকু নেতার লড়াই বটে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভারত বর্ষের ইতিহাস বোধহয় এটাই প্রথম । এই বঙ্গে থেকে সেই আগামী দিনের ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সিপিএম থেকে তৃণমূল সবাই সংখ্যালঘু তোষণ করতে করতে সংখ্যালঘু আজ আমাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিবর্তন করতে চলেছে। তাই আজ সনাতনী হিন্দুদের অস্তিত্ব মহাসংকটে।

আজ আমরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ঈদে মুসলিম সরকারি কর্মচারীরা সবেতন হাফ ছুটি পান প্রায় একমাসের জন্যে । ঈদ ছাড়া অন্য সময় তারা মসজিদ যাচ্ছে নামাজ পড়তে সরকারি কাজ ফেলে রেখে । কিন্তু হিন্দু সরকারি কর্মচারীরা একাদশী করলে সবেতন ছুটি মেলে? তারা মুসলমানদের মতো সরকারি কাজ ফেলে মঙ্গলবারে হনুমান চল্লিশা পাঠ করলে অফিস- আদালত চলবে? কেন এই দ্বিচারিতা মুঘল শাসন থেকে বর্তমান শাসন ব্যাবস্থায়? ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্ম চর্চা আরো বেশি করে চোখে পড়ে বর্তমান তৃণমূল সরকারের জামানায় । তিনি ইমাম ভাতা চালু করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী এখানেই মৌচাকে ঢিল মেরেছেন । তাই সবাই রে- রে করে তেড়ে আসছেন সাম্প্রদায়িক তকমা লাগিয়ে । ২৬ শে নির্বাচনী লড়াইয়ে একমাত্র নাম শুভেন্দু অধিকারী। তিনিই বলতে পারেন সব সনাতনী হিন্দুরা একজোট হন,দেশ থেকে রোহিঙ্গাদের তাড়াও, হানাদার, বিদেশিদের তাড়াতেই হবে, মুসলিম বাংলাদেশীরা কখনো এদেশের নাগরিক হতে পারে না। তিনি সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি জনগণের কণ্ঠ স্বর। তিনি জনগণের ভাষা বুঝতে পারেন।

আমি যতবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি,ততবার তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। স্যালুট । বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি । তিনি শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বঙ্গের সঠিক কাণ্ডারি। আগামীদিনে বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে দেখতে চাই । তাঁর সঠিক নেতৃত্বে বঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে জনগণ মনে করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা!

গৌতম সরকার

প্রযুক্তির বিবর্তনে একবিংশ শতাব্দীর নয়া সংযোজন ‘আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স’, সংক্ষেপে এআই। এটা একধরনের প্রযুক্তি যেটার সাহায্যে এমন একটা কম্পিউটার ইন্টারফেস বানানো সম্ভব যেটা মানুষের মত বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং মানুষের মত সব কাজ করতে পারে। এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তৈরি রোবট বা যন্ত্রপাতি সীমিত শক্তিতে স্বয়ংক্রিয় ছিল। এখন বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারকে শতভাগ স্বয়ংক্রিয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে, ভারতও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই

স্বভাবতই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজারে ১৫.৭ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে বলে ভাবা হচ্ছে, যেটি এই মুহূর্তে ভারত ও চিনের সম্মিলিত বার্ষিক স্থূল জাতীয় উৎপাদনের চেয়েও বেশি। ভারত এ.আই ট্যালেন্ট পুলের নিরিখে বিশ্বে তৃতীয়। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত এই বাজারে ৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। ভারত সরকারের নীতি আয়োগ কমিটির রিপোর্ট জানাচ্ছে, ভারতের প্রতিভার সম্ভার, ক্রমোন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মত সরকারি উদ্যোগ প্ল্যাটফর্ম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রসারে দেশীয় ও বিদেশী উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে। ভারতের এ.আই বাজারের মূল পথিকৃৎ হতে চলেছে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প। ২০২৫ সালের মধ্যে এ.আই বাজারের মোট মূল্য-সংযোগের ৬০ শতাংশ আসবে ইন্ডাস্ট্রিস অ্যান্ড অটোমোটিভ, হেলথকেয়ার, রিটেইল এবং কনজিউমার প্যাকেজড্ গুডস এই চারটি শিল্প থেকে। ব্যাঙ্কিং, ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস, অ্যান্ড ইনসিওরেন্স এবং এগ্রিটেকও নিজ নিজ ক্ষেত্রে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। তবে সবকিছুর পরও যে প্রশ্নটা উঠে আসছে, ভারত এই প্রযুক্তি গ্রহণে কতটা প্রস্তুত?

‘ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি অফ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ শিরোনামে প্রকাশিত নীতি আয়োগের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং পরিবহনে এআই-এর ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। বার্ষিক বাজেটে এ.আই সম্পর্কিত গবেষণা, ট্রেনিংয়ের জন্য বহুল পরিমাণে অর্থ বরাদ্দের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিভাগে এআই রোগ নির্ণয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা এবং কম খরচে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নবজাগরণ এনেছে। এআই প্রযুক্তি চিকিৎসা সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি অনেক কমিয়ে দেবে। পৃথিবীতে মোট রোগীর তিনভাগের একভাগ মারা যায় ভুল চিকিৎসার কারণে। আমাদের দেশে প্রতি বছর এই কারণে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন রোগীর মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞানীদের মতে এ.আই চালিত ‘ক্লিনিক্যাল ভিডিও সাপোর্ট সিস্টেম’ এই সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ.আই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ছাত্রভিত্তিক সিলেবাস তৈরি করে দ্রুতগতি ও ধীরগতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পড়াশোনাকে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হবে। কৃত্রিম বুদ্ধির প্রয়োগ একদিকে শিক্ষকদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ায়, অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত স্তরে শিক্ষাপ্রসারে সাহায্য করে। কৃষিক্ষেত্রেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্যের প্রায় সাত হাজার কৃষক সার ও জলের ব্যবহার কমিয়ে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ২১ শতাংশ বাড়িয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে এই প্রযুক্তির সাহায্যে সারাদেশের পাঁচ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবে। ‘ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি অ্যারিড ট্রপিকস’ একটি বহুজাতিক প্রযুক্তি ফার্মের সাথে যৌথভাবে এ.আই অ্যাপ বানিয়েছে যেটা কৃষকদের নির্দেশ দেবে বছরের কোনসময় কোন ফসলের বীজ বপন করলে সর্বোত্তম উৎপাদন লাভ সম্ভব হবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকেরা হেক্টর প্রতি ৩০ শতাংশ উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়েছে ভারতের চারটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাহায্যে লেনদেনে অসঙ্গতি, ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি এবং অর্থ পাচার সংক্রান্ত তছরুপ রুখতে সমর্থ হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলি চ্যাটবটস-এর মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করার চেষ্টা করছে।

তবে এই প্রযুক্তির সুফল পেতে হলে কতকগুলি বিষয় মাথায় রাখতে হবে এক, সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে তথ্যসংরক্ষণ আইন মোতাবেক সমস্ত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে দুই, যেকোনও ধরনের পক্ষপাত, অস্বচ্ছতা পরিহার করে সমস্ত কোম্পানিকে স্বচ্ছ এবং আইনসম্মত কৌশল গ্রহণ করতে হবে। তিন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাফল্য আসবে যখন ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষেরা এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা পাবে ভারতে মাত্র ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বাড়িতে ব্রডব্যান্ড পরিষেবা রয়েছে। ফলে এআই প্রযুক্তির সুবিধা থেকে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বঞ্চিত হবে। চার, ভারতবর্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসারে প্রধান অন্তরায় হল যথেষ্ট সংখ্যক কুশলী এআই বিশেষজ্ঞ কর্মীর অভাব। এই মুহূর্তে সারাদেশে এআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেড় লক্ষ চাকরির চাহিদা আছে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ এআই কর্মীর সংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ হাজার। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় প্রধান শক্তি হয়ে উঠতে গেলে ভারতকে সঠিক পরিকল্পনা রূপায়নের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং বাজারে চাহিদা-যোগানের ফারাক যত শীঘ্র সম্ভব দূর করতে হবে।

লেখক: অর্থনীতির অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা

জল: সংকট ও অপচয়

শঙ্খ অধিকারী

তেমন ভাবে গ্রীষ্মের প্রকোপ হয়তো এখনো শুরু হয়নি, তবুও এখানে ওখানে জল সংকটের কথা কানা ঘুষো আলোচনায় উঠে আসছে। নির্বাচন পরিস্থিতি তে এই স্বর যেন ঢাকা না পড়ে যায়। আমাদের রাজ্যের বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই প্রধানত এই সমস্যা প্রতি

বছরই মাথা চাড়া দেয়। অথচ এই অঞ্চলে নদীর অভাব নেই। কংসাবতী, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, কুমারী এমন অনেক উল্লেখযোগ্য নদী রয়েছে। কিন্তু তাদের অবস্থা খুব করুণ। মুকুটমণিপুরে নদীবাঁধও রয়েছে। অবশ্য এই বাঁধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কৃষি কাজের জন্য জল সরবরাহ। এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও নেহাত কম নয়।এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২০০ থেকে ১৫০০ মিলিমিটার । বর্ষায় বন্যার চিত্রও দেখা যায় আবার গরম পড়তেই শুরু হয়ে যায় জলের সংকট।এই অঞ্চলের জল সংরক্ষণ নিয়ে নীতিনির্ধারকদের আরো সতর্ক থাকা উচিত ছিল। বহু ব্যায় করে বাঁকুড়া শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলের বহু প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোর বর্তমান চিত্র দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। হ্যাঁ, জল সংকটের পাশাপাশি জল অপচয়ের চিত্র দেখলেও চোখে জল আসে। অনেক প্রত্যন্ত গ্রামে জলের কল বসানো হয়েছে কিন্তু তার কল খারাপ। অনবরত জল পড়েই যাচ্ছে। সেই জল পড়ে পড়ে সামনে রীতিমতো পুকুর হয়ে গিয়েছে তবু কারো হুঁশ নেই। এ চিত্র শুধু গ্রামের নয়।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের রাস্তার পাশে এমন একাধিক কল আছে যেগুলো বন্ধ করা যায় না। সামনে ভয়ঙ্কর গরমের দিন আসছে। জল সংকট নিয়ে নানা কথা উঠবে। সেখানে অন্তত এই অপচয় ঠেকানোর উপরে জোর দেওয়া দরকার।

শব্দছক ১১০

রবি দাস

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
■	৬			৭		৮	
■	৯						■
■				১০	১১		■
১২			১৩	■	১৪		■
	■	■	১৫			■	১৬
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি: ১. ঘুঙুর ৩. ফিসফিসিয়ে কথাবলা ৫. লম্বা হয়ে আছে যা ৬. অশান্তির বিপরীত ৭. হাস্যকৌতুক ৯. যে ফলের রূপ আছে, গুণ নেই ১০. বড় জলযান ১২. কাজে দক্ষ মানুষ ১৪. আকাশের রঙ ১৫. মূল্যবান রত্ন ১৭. নদীর চলার ভাবশব্দ ১৮. বৎসর

ওপর-নিচ: ১. বিছানো ২. নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার ৩. আত৪ ৪. রসহীন শুষ্ক ৬. দেওয়ালি পোকা ৮. প্রচন্ড খাটুনীর ফলে রক্তেদর কাল্পনিক পরিণতি ১১. ক্ষতিকারক ১২. বই পড়ুয়া ১৩. খাড়াই গাঁথুনি ১৬. মহাদেব

সমাধান ১০৯ — পাশাপাশি: ১. অধম ৩. জোড়াতালি ৬. ধুসর ৭. কটা ৮. কামার ১০. কলা ১২. রন ১৩. বদখত ১৫. বদনাম ১৭. ক্ষত ২০. রচা ২১. আকর ২২. রাকা ২৪. রশনা ২৫. বিচরণ ২৬. জখম

ওপর-নিচ : ১. অন্ধকার ২. মধুর ৩. জোরকদম ৪. তাক ৫. লিটার ৯. মানব ১১. লাখ ১৩. বনাচারণ ১৪. তক্ষক ১৬. দর ১৮. তরমীম ১৯. শরাবি ২১. আনাজ ২৩. কাচ

আজকের দিন

- ১৯৭১ — পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে ‘অপারেশন সার্চলাইট’ শুরু করে, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করে।
- ১৯৭৫ — সৌদি আরবের রাজা ফয়সাল তাঁর ভাগ্নের হাতে নিহত হন।
- ১৯৭৯ — ইজরায়েল ও মিশর একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জন্মদিন

লেসলি ক্লডিয়াস

১৯২৭ *বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াসের জন্মদিন।*

১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ফারুক শেখের জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগরাজ সিংয়ের জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ১০৫

বাংলা শব্দ ‘জল’-এর মূল বা উৎস হলো সংস্কৃত শব্দ ‘জল’। এটি একটি তৎসম শব্দ, যা সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী, ‘জল’ শব্দের মূল প্রকৃতি হলো √জল্ + অ। এটি মূলত পানির সাধারণ ও শুদ্ধ রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার সমার্থক শব্দ বারি, সলিল ইত্যাদি

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ, আরামবাগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট ঘোষণার পর থেকেই আরামবাগ মহকুমা জুড়েই ব্যস্ততা সরকারি আমলাদের। আর এই সুযোগে একশ্রেণির অসাধু শিক্ষক সামান্য অজুহাতে দিব্যি ছুটির আমেজে স্কুলে সময় কাটাচ্ছেন। ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসেনি, এই অজুহাতে স্কুলের শ্রেণিকক্ষগুলিতে চাবি দিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয় মানুষের। এবারের ঘটনা গোঘাটের পূর্ব অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ভোটের কাজ আছে বলে দুই জন শিক্ষক এসআই অফিসে চলে যান। আর একজন শিক্ষক ছাত্রছাত্রী আসেনি বলে স্কুলে তালা দিয়ে পুরানো অফিস ঘরে বসে দিব্যি সময় কাটান

বলে অভিযোগ। আর এই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস থেকে প্রতিনিধি দল গেলে, তাঁরা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে এবং অবাক হন। পাশাপাশি উচ্চ প্রশাসনকে জানান। এই সব শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আনতে পারেনি। এর উত্তর কে দেবে? ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু মুখার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'স্কুলের সঙ্গে যুক্ত একজন মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ বাড়ি। তাই আসেনি। স্কুল বন্ধ নয়। স্কুল খোলা আছে। আমরা, আমাদের ডিউটি করছি। স্কুলের সিসিটিভি চেক করতে পারে। কোনও অসুবিধা নেই।' কি সুন্দর যুক্তি। ছাত্রছাত্রী না আসায় স্কুলের পঠন পাঠন বন্ধ। আর প্রধান শিক্ষক নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে এই সব যুক্তি দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এরাই নাকি সমাজ গড়ার কারিগর। এলাকার মানুষের দাবি, এরা সরকারি মাইনে নিয়ে কেবল বাড়ি যায়। কোনও দায়িত্ব পালন করে না। স্কুলে একজন ছাত্র এলও না। অথচ শিক্ষক হিসাবে তাদের কোনও আপোষ নেই। এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও শান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি।' পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অন্যন্যা পাল বলেন, 'খোঁজ নিয়ে অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে পূর্ব অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ নিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকার মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

পাথরপ্রতিমা থেকেই লড়াইয়ের ডাক

দিল্লিতে বদলের বার্তা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাথরপ্রতিমা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা থেকে প্রচারের সূচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূচনাতেই তিনি আক্রমণাত্মক সুরে জানিয়ে দিলেন, বাংলার লড়াই এবার সীমাবদ্ধ থাকবে না রাজ্যের সীমানায়। তাঁর কথায়, 'বাংলা জয়ের পর আগামী তিন মাসের মধ্যে দিল্লিতে পরিবর্তন আসবে। এই বাংলার মাটি থেকেই সেই লড়াইয়ের শুরু হবে।' সভামঞ্চ থেকে সংগঠনকে আরও মজবুত করার বার্তা দেন তিনি। বলেন, 'আজ থেকে পাথরপ্রতিমার দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে নিলাম। এই জেলার মানুষের কাছে আমাদের দায় আছে, তা শোধ করতেই হবে।' অতীত ফলাফলের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, 'একসময় এখানে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক ভোটে সব জায়গায় জিতেছি। এবার শুধু জয় নয়, ব্যবধানও বাড়াতে হবে।' এদিন তাঁর বক্তব্যের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ ছিল ভোট প্রক্রিয়া ঘিরে অভিযোগ। তিনি বলেন,

'বিএলএ-২ তালিকা বিজেপির হাতে পৌঁছে গিয়েছে। সেই তালিকা ধরে ফোন করে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে।' দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, 'ফোন এলে কথা বলুন, দরাদরি করুণ, টাকা নিন, কিন্তু ভোট করাবেন তৃণমূলের পক্ষেই।' শেষে কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, 'প্রতিটি ইঞ্চিতে লড়াই হবে। মানুষের আশীর্বাদ নিয়েই আবার জিততে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলের নিরাপত্তায় পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আর মাত্র একটা দিন তারপরেই দুর্গা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউ দোহার ফুটবল ময়দানে জনসভায় অংশ নিতে হাজির হচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এজনসভার প্রধান বক্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই ২৩ এপ্রিল ঘটনার স্থলে হেলিকপ্টার নিয়ে ট্রায়াল হয়। আর হেলিকপ্টার ট্রায়ালের পরই মঙ্গলবার ঘটনাস্থলের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে স্বশরীরে হাজির হলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার। এদিন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় হেলিপ্যাড ও ফুটবল মাঠের সভাস স্থল সম্পূর্ণ জায়গার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন এসিপি অভিষেক গুপ্তা, সিআই পিন্টু মুখার্জি ও ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। এছাড়াও ছিল পুলিশের আরো ছোট বড় অনেক অফিসার।

সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোর গ্রাম পঞ্চায়েতের তাহেরপুর, দায়পুকুর, সুবিপুর, বেনিপুর এলাকায় ভোটপ্রচার পদযাত্রায় সিঙ্গুর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বেচারাম মান্না।

অশোক রুদ্রকে টিকিট না দিয়ে ভুল করেছে তৃণমূল: রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে যতগুলো হেভিওয়েট আসন রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে বিজেপি থেকে দাঁড়িয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল এবং তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবেন বলে স্থির করেছেন রাজন্যা হালদার। মঙ্গলবার আসানসোল মহিসিলার বটতলা বাজার থেকে প্রচার শুরু করেন রাজন্যা। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার দুটোই উন্নয়নে ব্যর্থ, তাই তিনি জনগণের স্বার্থে এই কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন। রাজন্যা আরও বলেন, পিটিটিআই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অশোক রুদ্রকে তৃণমূল এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী না করাই তিনি হতবাক। শুধু তাই নয়, বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী এবং বিজেপি প্রার্থী এলাকার কিছুই করেননি। তাই ন্যায্য বিচার পেতে তিনি ভোটের লড়তে এসেছেন এই বিধানসভা কেন্দ্রে। অপরদিকে অশোক রুদ্র বলেন উনি ওনার ব্যক্তিগত মতামত রেখেছেন। এই বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করবেন না।

ইন্দাসে প্রচারে শ্যামলী রায় বাগদী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের রথ আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানুষ আমার সঙ্গেই আছেন, নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বললেন ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী। মঙ্গলবার তিনি মদনমোহনপুর অঞ্চলের ন'নগর, খুনডাঙা-সহ আশে পাশের গ্রামগুলিতে প্রচার ও জনসংযোগের কাজ করেন। এদিন দিনের শুরুতেই ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী ন'নগর গ্রামের প্রাচীণ ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। পরে খুনডাঙা গ্রামের দুর্গা মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। এদিন দলের প্রার্থীকে ঘিরে ওই এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। কখনও গাড়িতে আবার কখনও পায়ে হেঁটেই তিনি ওই গ্রাম এলাকা গুলিতে প্রচার সারেন। কথা বলেন মানুষের সঙ্গে।

আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সোনামুখী ব্লকের সোনামুখী উত্তর চক্রের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় ৪৫তম আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা দিবস পালন করা হলো। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ যক্ষ্মা দিবসের সচেতনতা মূলক স্লোগান দিতে

দিতে বাদ্যযন্ত্র ও বিউগল বাজিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষকগণ যক্ষ্মা দিবস এবং যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যক্ষ্মা দিবস প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় বা থিম নিয়ে পালিত হয়। ২০২৬ সালের যক্ষ্মা দিবসের মূল বিষয়সমূহ বা প্রধান বার্তা হচ্ছে 'হ্যাঁ, আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করতে পারি।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ জানান, 'যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রী অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এই অনুষ্ঠানে আয়োজন। এই রোগে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এই রোগ নিরাময় যোগ্য। প্রথম অবস্থাতেই ডাক্তারের পরামর্শ নিলে সহজেই রোগ সেরে যায়।'

পাণ্ডবেশ্বরে আইএসএফ ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মঙ্গলবার জেমুয়া গ্রামে প্রচারে যান তিনি। এদিন জেমুয়া গ্রামের একটি কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন প্রার্থী। এরপর বাজনা বাজিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে অংশ নেন। প্রচারের মধ্যেই বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে। প্রার্থীর হাত ধরে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন মোট ৫৭টি পরিবার। তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, রাজ্যের উন্নয়নের ধারায় সামিল হতেই সাধারণ মানুষ দলে যোগ দিচ্ছেন। অন্যদিকে এই যোগদানকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে উঠেছে।

মঙ্গলবার সকালে সিউড়ি শিয়ালদা মেমু ট্রেনে চেপে জনসংযোগ সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের।

চুঁচুড়ায় আস্তানা নিলেন তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু, করলেন গৃহপ্রবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ব্যান্ডেলের নলডাঙা কলোনিতে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই নির্বাচনের সমস্ত কাজকর্ম করবেন তিনি। কলকাতা থেকে রোজ যাতায়াত আর নয়। এবার পাকাপাকিভাবে চুঁচুড়ায় আস্তানা নিলেন তৃণমূলের 'তরুণ তুর্কি' দেবাংশু ভট্টাচার্য। সত্যনারায়ণ পুজো ও হোম-যজ্ঞ করে ওই বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করলেন চুঁচুড়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী। গত মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই চুঁচুড়ায় বেশ সক্রিয় দেবাংশু। তিনবারের বিধায়ক অসিত মজুমদারকে সরিয়ে এবার দল তাঁর উপর ভরসা রেখেছে। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই দেবাংশু চুঁচুড়ার অলিগলিতে কখনও কর্মী বৈঠক, কখনও জনসংযোগ সারছেন। তবে প্রতিদিন কলকাতা থেকে যাতায়াত করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল। সেই কারণেই গত কয়েক দিন ধরে

তিনি চুঁচুড়ায় একটি ভাড়া বাড়ি খুঁজছিলেন। অবশেষে নলডাঙা কলোনির এই বাড়ি তাঁর পছন্দ হয়। এ দিন পুরোহিতের সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দেন দেবাংশুও। নতুন বাড়িতে প্রবেশের পর দেবাংশু বলেন, 'চুঁচুড়ায় থেকেই কাজ করতে চাই। জেতার পরেও থাকতে চাই। মানুষের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সেটা পূরণের জন্য কাজ করব। চুঁচুড়ায় আসার পর থেকেই ভাড়া বাড়ি খুঁজছিলাম। আপাতত এই বাড়িটা পছন্দ হয়েছিল। এখানে থেকেই এ বার প্রচার করব।'

আগামী ড্যান্স একাডেমির বসন্ত উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন বাঁকুড়া: শহরের নজরুল মঞ্চে আগামী ড্যান্স একাডেমির উদ্যোগে বসন্ত পার্বণ ও বিহু নৃত্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নৃত্য শিল্পী প্রশিক্ষক অনির্বাণ দাসের পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত দু'দিন ধরে বাঁকুড়া রাধা ভবনে বিহু নৃত্যের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল সুদূর আসাম থেকে আগত প্রশিক্ষক বিহু রানি আখ্যা প্রাপ্ত পল্লবী বরহো দত্তের

প্রশিক্ষণে। নজরুল মঞ্চে বিহু নৃত্যের প্রদর্শনী সকলকে মুগ্ধ করে। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রদর্শন করা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বিহুরানি পল্লবী বরহো দত্ত আসাম থেকে এসে বাঁকুড়ায় প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও সমৃদ্ধ করলেন বাংলার রাঢ় সংস্কৃতিকে। এটা এক মেল বন্ধন ঘটালেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জানান, বাঁকুড়াবাসীর ব্যবহারে ও ভালবাসায় আপ্লুত।

বসিরহাটে ৩৪০ জন বিচারাধীন ভোটারের নাম 'ডিলিট' হওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই নতুন করে আতঙ্ক শুরু। ভোটার তালিকায় ছিল ৩৪০ জন বিচারাধীন। নতুন করে তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল ওই ৩৪০ জনের নাম ডিলিট হয়ে গিয়েছে ভোটার তালিকা থেকে। স্থানীয় বিএলও-সহ ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটেপড়লো মানুষজন। ঘটনাটি ঘটেছে, বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের 'বড় গোবরা' এলাকার ৫ নম্বর বুথে। আশ্চর্যের বিষয় স্থানীয় বিএলও শফিউল আলম-সহ তাঁর দুই ভাই রবিউল আলম ও তরিকুল আলম-এর নামও বাদ গেছে। অথচ ২০০২ সাল এবং এবারও শফিউল আলমের বাবা হবিবর রহমান-এর নাম আছে তালিকায় জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু তাদের নাম বাদ গেছে। এমন আজবকাণ্ডে নির্বাচন কমিশনের কর্ম পদ্ধতি নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠে গেল। ২০০২ সালে বাবার নাম থাকার পরেও নাম ডিলিট হয়ে যাওয়াতে তারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আর ভোট দিতে পারবে কিনা অথবা তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পারেছেন অনেকেই। ওর পাশাপাশি নাম ডিলিট হয়ে যাওয়াতে ক্ষোভে ফুটছে এলাকার মানুষ।

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
মেসার্স মিক অ্যান্ড সন্স এবং শ্রী মেসবাহুল ইসলাম খান	ক) ৬৬,৯৮,৭৪৭.৬৫ টাকা লোন এ/সি নং 923030051858404, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.১০.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ৩১.১০.২০২৫ গ) ২৪.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.৮ ডেসিমেল কমবেশি, অবস্থিত মৌজা- গ্রামসালিকা, তৌজি নং ১৩, এলআর প্লট নং ১৩৪৯, এলআর খতিয়ান নং ২১৭ (পুরানো), ২২৪২ (নতুন), জেএল নং ১২১, থানা -বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, বারওয়ান-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩২, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। দলিল অনুযায়ী **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নেপাল চন্দ্র মন্ডল। **দক্ষিণে :** আবদুল খালিক। **পূর্বে :** হাবিবুর রহমান। **পশ্চিমে :** মহ উবাই শেখ।

তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: +৯১ ০৩৩-২৩০১১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, মেসার্স সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড (কোম্পানি) সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) **বুধবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়** ভিডিও কনফারেন্সিং **(ভিসি)**/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে **(ওএভিএম)** অনুষ্ঠিত হবে ইজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন)-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী এবং এর অধীনস্থ বিধিমালা, ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ ও ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার এবং পরবর্তী সার্কুলার নং মেনে, একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫ সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস''), যা সেবির ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩, ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলারগুলি ('সেবি সার্কুলার') সাথে পঠিতব্য, কোনো সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ইজিএম-এর নোটিশ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস-এর ধারা ১০২ (১) এবং ধারা ১১০ ও বিধি ২২ অনুযায়ী ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সম্বলিত নোটিশ, শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(সমূহ)-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। পূর্বোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলির মাধ্যমে ইজিএম-এর নোটিশের মুদ্রিত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যথা **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**-এ উপলব্ধ আছে।
এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ থেকে ইজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যা বিবৃতিটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। উক্ত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য সদস্যদের **secretarial.legal@simplexinfra.com** এই ঠিকানায় কোম্পানিকে লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলী
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার উপর সচিবালয় মান (''এসএস-২'') এবং সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালা-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে সঙ্গতি রেখে, কোম্পানি তার সদস্যদের ইজিএম-এ আলোচ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-কে নিযুক্ত করেছে। যে সকল সদস্যের ''কাট-অফ তারিখ'' অর্থাৎ বুধবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী ভৌত বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার রয়েছে, তারা এনএসডিএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (''দূরবর্তী ই-ভোটিং'')-এর মাধ্যমে **www.evoting.nsdl.com**-এ ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।
ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে :
ক) ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিশেষ প্রস্তাবটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটের দ্বারা গৃহীত হবে।
খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২১ এপ্রিল, ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য এনএসডিএল কর্তৃক দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো প্রস্তাবে একবার ভোট প্রদান করা হলে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।
গ) সভা চলাকালীনও ই-ভোটিং ব্যবস্থার সুবিধা উপলব্ধ থাকবে এবং সভায় উপস্থিত যে সকল সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেননি, তারা সভা চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার, নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের অংশের সমানুপাতিক হবে।
ঘ) যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারাও ইজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন, কিন্তু ইজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ঙ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি তার ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত সদস্য নন, তিনি ইজিএম-এর নোটিশটিকে শুধুমাত্র তথ্যমূলক হিসেবে গণ্য করবেন। [illegible] ইজিএম-এ যোগদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
চ) কোম্পানি ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে যাচাই করার জন্য মেসার্স এমআর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস - ৪৮৯৮ / সিপি-৩২৩৮), কলকাতা-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
ছ) রিমোট ই-ভোটিং এবং সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন। [illegible] evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা [illegible] শ্রী অমিত বিশাল, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট / শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার-ঠিকানা ৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং- সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বাই-৪০০০৫১ এর সাথে নির্ধারিত ইমেল আইডি AmitV@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in বা টেলিফোন নম্বর ০২২- ৪৮৮৬ ৭০০০-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(সমূহ)-এর কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যে সকল সদস্যদের কাছে ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার রয়েছে, তাদের ইজিএম নোটিশ পাওয়ার জন্য secretarial.legal@simplexinfra.com-এ কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। [illegible]

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৬

WEST BENGAL GRAMIN BANK
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

বর্ধমান শাখা
বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩
জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা **ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা** এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখল নোটিশ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১	**ঋণগ্রহীতা : স্বপন সরকার,** পিতা রমেশ সরকার, গ্রাম - নীলডাঙ্গা, পো -ইলামবাজার, জেলা -বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পূর্ণিমা সরকার,** স্বামী স্বপন সরকার, গ্রাম - নীলডাঙ্গা, পো -ইলামবাজার, জেলা -বীরভূম, পিন - ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : ইলামবাজার।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মাণ তদস্থিত। মৌজা- ইলামবাজার, জেএল নং -৯৫, এলআর খতিয়ান নং - ৩৪৬০, আরএস প্লট নং -১১২২/১৬১০, এলআর প্লট নং ১৬৪৮, পরিমাপ এরিয়া ১১৩৪ বর্গফুট বা ২.৬০ শতক, জমির শ্রেণি-বাস্তু, থানা-ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, সম্পত্তিদ স্বপন সরকার, পিতা রমেশ সরকার, বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-১৩৪৮-২০১৬, এডিএসআর অফিস বোলপুর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রবীন্দ্রনাথ মন্ডলের দোকান , আরএস প্লট নং ১৬০৯। দক্ষিণে : জমি প্লট নং ১৬১১। পূর্বে : জমি প্লট নং ১৬১০। পশ্চিমে : ২৫ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড ইলামবাজারের হাইস্কুলের দিকে এলআর প্লট নং ১১১৯।	ক) ২০.০৩.২০২৬ খ) ০৮.১২.২০২৫ গ) ৫,৮৮,৮৬৫.৯৩ টাকা (পাঁচ লাখ অষ্টআশি হাজার আটশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা) ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী রঞ্জিত দাস** পিতা - সাধন দাস , গ্রাম-পো : ঝারুল, থানা -গলসি, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : ১) শ্রীমতি রেখা রানি দাস,** স্বামী সাধন কুমার দাস, গ্রাম-পো : ঝারুল, থানা : গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **২) লাল্টু মাঝি,** গ্রাম-পো : ঝারুল, থানা : গলসি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : পারাজ**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ শতক মৌজা - ঝারুল, জেএল নং ০৭, প্লট নং ৯৪৮, খতিয়ান নং ৩০৬, জমির শ্রেণি - বাস্তু, থানা-গলসি, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, সম্পত্তি শ্রীমতি রেখা রানি দাস, স্বামী সাধন কুমার দাস এর নামে , বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-২৪৫০-১৯৮৬ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি। দক্ষিণে : খালি জমি। পূর্বে : খালি জমি। পশ্চিমে : খালি জমি।	ক) ২০.০৩.২০২৬ খ) ২৮.০১.২০২০ গ) ১,০১,৩৮৬.০০ টাকা (এক লাখ এক হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা) ১০.১০.২০১৯ অনুযায়ী (১২.০৩.২০১১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৩	**ঋণগ্রহীতা : বাবুলাল বেসরা,** পিতা বাহাদুর বেসরা, ঠিকানা : রায়বাড়, উয়ারডিহি, চৌপাহাড়ি জঙ্গল, পো -উয়ারডিহি, থানা - ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : মুনি বেসরা,** স্বামী বাহাদুর বেসরা, ঠিকানা: রায়বাড়, উয়ারডিহি, চৌপাহাড়ি জঙ্গল, পো -উয়ারডিহি, থানা - ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৪, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : রাইপুর সুপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা- চৌপাহাড়ি জঙ্গল, জেএল নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৪, দাগ/প্লট নং ১৫০১/২০০৭, পরিমাপ এরিয়া ৩০.৫০ শতক, জমির শ্রেণি - বাস্তু, থানা-ইলামবাজার, জেলা-বীরভূম, সম্পত্তি বাবুলাল বেসরা, পিতা বাহাদুর বেসরা এর নামে বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৫৪৫০-২০২২, এডিএসআর অফিস বোলপুর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি প্লট নং ১৫০৩। দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া মোরাম রোড [illegible]	ক) ২০.০৩.২০২৬ খ) ০৮.১২.২০২৫ গ) ৯,৯৯,১৪৯.০০ টাকা (নয় লাখ নিরানব্বই হাজার একশ উনপঞ্চাশ টাকা) ৩০.১১.২০২৫ অনুযায়ী (৩০.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
৪	**ঋণগ্রহীতা : গুরু প্রসাদ খান,** পিতা গোপাল চন্দ্র খান, [illegible] **জামিনদাতা : কৃষ্ণ খান,** [illegible] **শাখা : রামগোপালপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ মৌজা- রামগোপালপুর, [illegible]	ক) ২০.০৩.২০২৬ খ) ০৫.০৯.২০২৫ গ) ৩,৫৭,৩৯১.৯২ টাকা (তিন লাখ সাতান্ন হাজার তিনশ একানব্বই টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ২১.০৬.২০২৫ অনুযায়ী (৩১.০৫.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

তারিখ : ২০.০৩.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস

প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়লেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বালানহাট এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন এলাকায় ভোট প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী। সেই সময় ডিভিসি ক্যানেল সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একাংশ স্থানীয় বাসিন্দা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বর্তমান সরকারই এলাকায় ঘর, রাস্তা ও পানীয় জলের মতো একাধিক পরিষেবা দিয়েছে। বিজেপি এই এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি বলেও দাবি করেন তাঁরা। এসময় বাসিন্দারা প্রশ্ন তোলেন, তআপনারা এখানে কী করেছেন? কোন অধিকারে ভোট চাইতে এসেছেন?’ এই নিয়ে প্রার্থীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকা ছেড়ে চলে যান বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। যদিও বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রি-সহ বিজেপি কর্মীদের দাবি করেন, যে কয়েকজন মহিলা ক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা সকলেই তৃণমূল সমর্থক। পরিকল্পনা করেই এটা করা হয়েছে। তবে যে সব কথা বলেছেন তাতে তৃণমূল নেতাদের ক্ষোভের মুখে পড়ার কথা। ঘর পাননি রাস্তা জলের সমস্যা তৃণমূল দিতে পারেনি বলছেন মহিলারাই । এমনটাই জানান বিজেপি প্রার্থী। যদিও তৃণমূল নেতা দেবু টুডু জানিয়েছেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। স্থানীয় মানুষজন তারা তাদের ক্ষোভ দেখিয়েছেন। কারণ মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তাঁরা কোনো দিনই এলাকাতেই যান না। ভোটের সময় ভোট চাইতে গেছেন। তাই রাগ প্রকাশ করেছেন এলাকার মহিলারা।’

আরামবাগে ‘এক্স ফ্যাক্টর’ সুকোমল!
তৃণমূলের চিন্তা বাড়াল আমজনতা উন্নয়ন পার্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ বিধানসভায় তৃণমূলের চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়ালো আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির আরামবাগ বিধানসভায় প্রার্থী ঘোষণা করতেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর জয়ের বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো বলে মনে করছে এলাকার মানুষ। কারণ এবারের বিধানসভা ভোটে আরামবাগ বিধানসভায় আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রার্থী সুকোমল কান্তি দাস। ইনি আরামবাগ থানার আইসি হয়ে কয়েক বছর আগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সুকোমলবাবু প্রশাসনিক আধিকারিক হিসাবে আরামবাগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের জন্য বহু কাজ করেছিলেন। এলাকার তৃণমূল নেতারাও স্বাভাবিক ভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল। শাসক দল হওয়ায় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ওঠা বসা ছিল। এরপর অন্যত্র বদলি হয়ে চলে গেলেও সুকোমল বাবু আরামবাগে যাতায়াত করতেন। আরামবাগ গ্রন্থমেলার আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম কারিগর। এমনকি আরামবাগের বুদ্ধিজীবী মহল থেকে সাংবাদিক মহলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ভালো সম্পর্ক ছিল। বর্তমানেও আছে। আরামবাগ তাঁর একটা নিজস্ব বাড়িও আছে। সুতরাং আরামবাগ বিধানসভায় সুপরিচিত নাম হলেন সুকোমল কান্তি দাস। যিনি এবারে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী। তাই স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের ধারনা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সুকোমলবাবু জিততে না পারলেও তিনি ‘এক্স ফ্যাক্টার’। ভোটা কাটার বড় হাতিয়ার। এখন প্রশ্ন তিনি তৃণমূল না বিজেপির ভোট কাটবে। এটা সহজ অঙ্ক মনে হলেও সহজে সমাধান হবে না। তবে বিজেপি নেতৃত্ব আনন্দেই আছে। এই প্রার্থী তাদের ভোট কাটার জন্য আসেনি। অথবা তাদের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসানোর ক্ষমতা সুকোমলবাবুর নেই। বাকি রইল তৃণমূল কংগ্রেসে ও সিপিএমের ভোট। বামপন্থী ঘরের সন্তান হলেও তিনি চাকুরি জীবনে তৃণমূলের আমলে কাজ করেছেন এবং আরামবাগে প্রাক্তন আইসি হিসাবে পরিচিত। তাই তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাবেন সুকোমলবাবু। এমনটাই দাবি রাজনৈতিক মহল থেকে আরামবাগের নিচুতলার তৃণমূল কর্মীদের। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব তা মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে এবং তৃণমূলের উন্নয়ন দেখা আরামবাগের মানুষ ভোট দেবে। সবমিলিয়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী কি তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামাবে না সুবিধা করে দেবে। এটাই বড়ো প্রশ্ন।

অকালবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষ, আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত সপ্তাহে দুই দিনের অকালবৃষ্টিতে বিঘার পর বিঘা ফলিত আলুর জমি জলে তলায় ডুবে রয়েছে। আর এতেই দিশেহারা অবস্থা বহু আলু চাষির। আচমকা বৃষ্টিপাতের জেরে চরম ক্ষতির মুখে পড়ে পুরাতন মালদার এক আলু চাষি কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন। মঙ্গলবার সাতসকালে এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা থানার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপুকুর এলাকায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল বৃদ্ধ গৃহকর্তার মৃত্যুতেই যেন মাথায় বাজ পড়েছে অন্যান্য সদস্যদের। আর এই ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে এদিন সকালে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীরা সমবেদনা জানাতে মৃত আলু চাষির বাড়িতেই পৌঁছান। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত আলু চাষির নাম বিপতি রাজবংশী (৬৩)। পরিবারে তার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং তিন ছেলে মেয়ে রয়েছে। এক ছেলে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত গরিব পরিবারের বিপতি রাজবংশী এবারে নিজের এক বিঘা ও আরও অন্যের চার বিঘা জমি লিজে নিয়েছিল। মোট পাঁচ বিঘা জমিতেই আলু চাষ শুরু করে ওই বৃদ্ধ কৃষক। এর জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা চড়া সুদে ধারও করেছিলেন ওই কৃষক। গত দুইদিন বৃষ্টিপাতের জেরে জমিতে আলুর ফলন ডুবে যায়। আর এতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই আলু চাষি। এরপর এদিন সকালে বাড়িতে রাখা কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। মৃতের এক ভাইপো সন্তোষ রাজবংশী বলেন, ‘কাকার নিজের এক বিঘা জমি রয়েছে। আর আশেপাশের আরও চার বিঘা জমি এই মরশুমে লিজ নিয়েছিলেন আলু চাষ করার জন্য। ব্যাংক থেকে ঋণ না মেলায় মহাজনদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার করেছিলেন উনি। জমিতে ফলন বেশ ভালোই হয়েছিল। কিছু আলু তোলার কাজ শুরু হতেই গত দুই দিনে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয় মালদায়। আর এতেই আলুর জমি হাঁটু জল জমে যায়। সমস্ত আলু পচতে শুরু করে। আর এতেই কাকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।’ মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, ‘বিগত দিনে ঝড় বৃষ্টির জেরে ফসল ও সবজি চাষে ক্ষতির মুখে পড়ছেন চাষিরা। অথচ সরকার কোনরকম ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে নি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’ মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, ‘একজন গরিব কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। তার পরিবারটি অসহায়। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি রাজনীতি করছে। ওই পরিবারটির পাশে থেকে তাদের মনোবল বাড়ানো উচিত।’

বালুরঘাটে ভোট প্রস্তুতির পর্যবেক্ষণ
ভোটার সচেতনতায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে। মঙ্গলবার ৩৯-বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত সাধারণ পর্যবেক্ষক রিতেশ চৌহান বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখাই ছিল তাঁর এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষক প্রতিটি বুথে ভোটারদের জন্য ‘অ্যাসোর্ড মিনিমাম ফ্যাসিলিটিজ’ (এএমএফ) বা ন্যূনতম নিশ্চিত সুযোগ- সুবিধাগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন। পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, র‍্যাম্প এবং শৌচাগারের মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো যাতে সঠিক থাকে, সে বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিশেষ নির্দেশ দেন। বুথ পরিদর্শনের পাশাপাশি রিতেশ চৌহান স্থানীয় এলাকার সাধারণ ভোটারদের সঙ্গেও সরাসরি কথা বলেন। নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করার পাশাপাশি নির্ভয়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি। জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা অটুট রাখতে তাঁর এই জনসংযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এদিন তিনি একটি ‘সুইপ’ কর্মসূচিতেও অংশ নেন। সেখানে উপস্থিত ভোটার ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন যেন তাঁরা নিজে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও ভোটদানে উৎসাহিত করেন। পর্যবেক্ষকের মতে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে প্রতিটি নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি আদর্শ এবং উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করতে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ডোমেস্টিক গ্যাস নিয়ে কালোবাজারি
গ্যাস সিলিন্ডার না মেলায় তুমুল বিক্ষোভ মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্যাস সিলিন্ডার না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রাহকরা। মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায় একটি গ্যাস ডেলিভারি দোকানের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু মানুষ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সাবসিডির টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে, কিন্তু সময়মতো গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে না। এদিন দোকান বন্ধ থাকায় আরও উত্তেজনা বাড়ে। ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা রাস্তায় নেমে অবরোধ শুরু করেন এবং দ্রুত সিলিন্ডার দেওয়ার দাবি তোলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে ধীরে ধীরে অবরোধ উঠে যায়, যদিও গ্রাহকদের ক্ষোভ কমেনি। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জ্বালানির সরবরাহে প্রভাব পড়েছে, যার জেরে বিভিন্ন জায়গায় সংকট তৈরি হয়েছে। এদিন বিক্ষোভকারী ইংরেজবাজার পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি এলাকার জয়রাম দাস, সমর বাগচি বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে এই সংস্থায় গ্রাহক হয়ে রান্নার গ্যাস বুক করছি। অদ্ভুতভাবে ব্যাংক একাউন্টে এই গ্যাসের ভর্তুকির টাকা ঢুকছে। এমনকি মোবাইলে ডেলিভারির মেসেজ চলে আসছে। কিন্তু বাড়িতে কোনরকমভাবে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে না। আর এতেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে সাধারণ গ্রাহকদের রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার অন্যত্র কোথাও চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। যেহেতু এখন বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, হোটেল, ফাস্টফুডের দোকানগুলিতে বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট তৈরি হয়েছে। তাই এই ডোমেস্টিক গ্যাস চড়া দামে বিক্রি করেই কালোবাজারি করছে মনস্কামনা রোড এলাকার ওই সংস্থার কর্মকর্তারা।’

এদিন বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ করেছেন, গত কয়েক দিন ধরে রান্নার গ্যাস না মেলায় বাড়িতে জ্বালানির সংকট তৈরি হয়েছে। রান্নার অভাবে বাইরে থেকে খাওয়ার কিনে খেতে হচ্ছে। বাড়ির ছোটদের সবথেকে বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাই এদিন একজোট হয়েই খালি সিলিন্ডার নিয়ে এসেই এভাবেই ওই দোকানের সামনেই সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। যদিও এপ্রসঙ্গে উত্তরণ এইচপি গ্যাস সার্ভিস ডিস্ট্রিবিউটরের পক্ষ থেকে কোনরকম সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তবে এবিষয়ে সিকিম এন্ড নর্থবেঙ্গল এইচপি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৌমেশ চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, ‘ঘরোয়া রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের এখনও কোনও সংকট তৈরি হয়নি। তবে কেউ যদি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম করে, তারজন্য অবশ্যই প্রশাসন আছে।’

শ্রীরামপুরে তারুণ্যকে প্রাধান্য
নবনীতাকে ভোটে বাজি ধরেছে বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাবাকে কাছ থেকে দেখার সুবাদেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য কিছু করার ঝোঁক তৈরি হয়। স্কুল-কলেজে পড়তে পড়তেই গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিখরচায় টিউশন পড়িয়েছেন। বাবা সোমনাথ চক্রবর্তী ছিলেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শিক্ষক। সমাজের গরিব মানুষের কল্যাণের অংশীদার হবেন, এই আশা নিয়েই বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদেই শ্রীরামপুরে চাতরা গোস্বামী পাড়ায় বামপন্থী নেতা-কর্মীদের যাতায়াত লেগেই ছিল। মাঝে মাঝেই হাতখরচ বাঁচিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বইখাতাও কিনে দিয়েছেন। সেই লক্ষ্য নিয়েই সমাজ বদল করতে শ্রীরামপুরে কাস্তে-হাতুড়ি ও তারা চিহ্ন নিয়ে প্রথম বার বিধানসভা ভোটে সিপিএম প্রার্থী হয়েছেন নবনীতা চক্রবর্তী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে নবনীতাকে এ বারের ভোটে বাজি ধরেছে বামেরা। ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা নবনীতা সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, ২০১৫ থেকে ধাপে ধাপে দলে নিজেকে তুলে ধরেছেন। রাজ্যে পালা বদলের পরে যখন বামপন্থী তথা সিপিএম ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল, তা সত্ত্বেও নিজেকে সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার রসায়ন জানতে চাওয়ায় নবনীতার স্পষ্ট জবাব, ‘বামপন্থীরা সুবিধাবাদী রাজনীতি করে না। একটা নীতি, আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যায়। বাবাকে দেখেছি, শিক্ষকতা করার পাশাপাশি, একটি একটি করে বই চেয়ে-চিনতে এনে নেতাজি পাঠাগার তৈরি করেছেন। যে সব ছেলেমেয়ে বইয়ের অভাবে পড়তে পারত না, বাবা কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় বই দিয়ে পাশে থেকেছেন। প্রান্তিক মানুষের জন্য এই আকুলতা একমাত্র বামপন্থীদের মধ্যেই থাকে। আমিও সেই বিশ্বাসেই এগিয়ে চলেছি।’ শ্রীরামপুর কলেজে পড়ার সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নিয়েছেন নবনীতা। এসএফআই সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য অধিকার লড়াইয়ে গলা তুলেছেন। কলেজ শেষ করে মাস্টার ডিগ্রি করার সময়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড করার সময়েও থেমে থাকেননি। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বামপন্থীদের মতোই লড়াই করেছেন। জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যপদ পেয়েছেন। অভয়াকাণ্ডে রাজপথে নেমে অধিকার রক্ষার লড়াই করেছেন। নবনীতার কথায়, ‘সেখানে কোনও রকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। এ ছাড়া, নারী সুরক্ষার জন্য আমাদের লড়াই চলবে। পরিবারে মা ও ছোট বোন আছে। ভোটের ময়দানে জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী আমি। কারণ, আমি মনে করি, মানুষ পরিবর্তনশীল। জনগণ সচেতন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের আছে।’ রাজনীতি না করলে অন্য কী করতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একগাল হেসে দিয়ে নবনীতা বলেন, ‘আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের হকের জন্য আজীবন লড়াই করব বলেই আমার জন্ম হয়েছে। আমি অন্তত সেটাই মনে করি।’ বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য থাকায়, দীপ্সিতা ধর ও নবনীতা চক্রবর্তী কাছাকাছি দলীয় সংগঠনের হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। বয়সের ফারাক খুব বেশি না থাকায়, দলের সর্বক্ষণের উঠতি মহিলা কর্মী হিসেবে দু’জনের সম্পর্কের রসায়ন পার্টি কমরেডদের চাঙ্গা করেছিল। গত লোকসভা ভোটে শ্রীরামপুর কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী হন দীপ্সিতা ধর। ওই নির্বাচনে দীপ্সিতার নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন নবনীতা। সে সময়ে ভোট-প্রচারে সর্বক্ষণ দীপ্সিতার ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। তাঁকেই এবার প্রার্থী করে চমক দিতে চেয়েছেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা। শ্রীরামপুরের এক বর্ষীয়াণ সিপিএম নেতার কথায়, ‘নবনীতার ব্যবহার ও হাসিমুখের সারল্য প্রবীণ ও নবীন-পার্টির সর্বস্তরের কর্মী ও সমর্থকদের মন জয় করে নিয়েছে। নবনীতাকে দেখলেই মনে হয়, ও যেন আমাদের ঘরের মেয়ে। বলতে পারেন, এটাই ওঁর ইউএসপি।’

সন্দেশখালির তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে দুয়ারে সন্দেশখালির প্রতিবাদীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালির তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে ভোট চাইছে সন্দেশখালির একদা প্রতিবাদীরা। তৃণমূল প্রার্থীকে নিয়ে ধামসা, মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন সন্দেশখালির মানুষ ও প্রতিবাদীরা। সন্দেশখালি তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদার কয়েকশো মহিলা নিয়ে ছোট কলাগাছি নদীর পাড়ে শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন সঙ্গে ছিলেন পাত্র পড়ার প্রতিবাদীরা। ধামসা, মাদল, ঢোল বাজিয়ে আন্দোলনের ব্যাটেল গ্রাউন্ড থেকে শুরু করলেন প্রচার। তৃণমূল প্রার্থী বললেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রেরিত হয়েছি, নারী শক্তিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ২০২৪-এ সন্দেশখালি এখন অতীত। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নারীশক্তি আমাদের মূল মন্ত্র এখানকার যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন সনদ সরদার জন্মস্থান এখানে হলেও তিনি বসিরহাটে থাকেন। বহিরাগত এখনকার সাধারণ দ্বীপের প্রান্তিক মহিলারা বুঝতে পেরেছেন যে সেদিনকে ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই তৃণমূলের আদর্শে ছাতার তলায় তারা ভুল বুঝতে পেরেছে আজ আমাদের হয়ে ভোট প্রচার করছেন ঘরের দুয়ারে গিয়ে। সন্দেশখালি দু-নম্বর ব্লকের সভাপতি দিলীপ মল্লিক হাতকে শক্ত করতে। আজ তারা নারী শক্তির সম্মান পুনরুদ্ধার করতে। জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আমরা আশাবাদী।’ এই বিধানসভায় আমরা পিছিয়ে থাকলে আমরা এবার ফের তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় এখান থেকে আমাদের বিধায়িকা নির্বাচিত হবেন।

দুর্গাপুর পূর্বে জোর প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের নাম ঘোষণার পর শুরুতে প্রচারে কিছুটা ধীর গতি লক্ষ্য করা গেলেও সোমবার বিকেলে সেই চিত্রে বড়সড় পরিবর্তন দেখা যায়। দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতাল থেকে চণ্ডীদাস বাজার পর্যন্ত পদযাত্রায় উপচে পড়া জনসমাগম নজর কেড়েছে। এই পদযাত্রায় শুধু দলীয় কর্মী-সমর্থকরাই নয়, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানান, যা গোটা প্রচারকে নতুন মাত্রা দেয়। এদিন প্রদীপ মজুমদার জানান, ২০১৬ ও ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় এবারের জনসাড়া অনেক বেশি। এই বিপুল জনসমাগম তাঁর আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনা ও অপমানের অভিযোগ তুলে ভারতীয় জনতা পার্টি-কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

কোটি টাকা প্রতারণায় গ্রেপ্তার স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: সোনার জিনিস বন্ধক নিয়ে প্রায় কোটি টাকা প্রতারণায় এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল গোপালনগর থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানা এলাকার বেলতা চৌমাথাতে সোনার দোকান রয়েছে প্রদীপ কর্মকারের। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে সোনার জিনিস বন্ধক এবং সোনার জিনিস তৈরি করবার জন্য প্রায় কোটি টাকার জিনিস নিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয়রা গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে সোমবার রাতে প্রদীপ কর্মকারকে তাঁর গোপালনগরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, সোনা বন্ধক রেখে সময় মতো ফেরত দিচ্ছিলেন না ওই ব্যবসায়ী। কারও কাছ থেকে সোনার জিনিস বানানোর কথা বলে টাকা নিয়ে সময় মতো পণ্য দিচ্ছেন না। পরবর্তীতে তাঁরা গোপালনগর থানায় অভিযোগ জানালে গোপালনগর থানার পুলিশ প্রদীপ কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ক্রেতাদের দাবি, ওই ব্যবসায়ীর থেকে তাদের টাকা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করুক পুলিশ।

রায়নায় প্রচারে জোর বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে জোর বাড়িয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ পাত্র। কখনও মন্দিরে, কখনও সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে তিনি এলাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা হিসেবে রায়নার অলিগলি, রাস্তাঘাট তাঁর নখদর্পণে; এমনটাই মত স্থানীয়দের। মঙ্গলবার রায়না ২ ব্লকের উচালন অঞ্চলের রামপুর গ্রামে শ্মশান কালীর পুজো উপলক্ষে আয়োজিত

মাঠের রান্না উৎসবে যোগ দেন। উৎসব প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের সঙ্গে মিশে যান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুভাষ পাত্র বলেন, ‘রাজ্যে পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। সেই পরিবর্তন আনতে যুব সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরও দাবি করেন, কর্মসংস্থানের খোঁজে যুবসমাজ এগিয়ে এসেছে এবং তারাই আগামী দিনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবে। স্থানীয় স্তরে এই ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটের আগে নিজেদের সংগঠন আরও শক্ত করতে চাইছে বিজেপি।

জনসংযোগে মানুষের কথায় পাত্তা দিলেন না তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করেছিলেন হরেরাম সিং। সেই সময় নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এলাকার মানুষকে দিয়েছিলেন একাধিক প্রতিশ্রুতি, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি নাকি হয়নি পূরণ। এমনই অভিযোগ এলাকায়। ২০২৬ এর দ্বিতীয়বারের জন্য জামুড়িয়ায় তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং সোমবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নিঘার বৈরাগীবাগান এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে পৌঁছালে আদিবাসী মহিলাদের একের পর এক প্রশ্নের মুখে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী। এলাকায় পৌঁছাতেই আদিবাসী মহিলারা তার কাছে একাধিক প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য ডাকলে তিনি তাদের কথায় সাড়া দেননি, শুধুমাত্র হাতজোড় করে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন বলেই দাবি করছেন ওই এলাকার আদিবাসী মহিলাদের একাংশ। তৃণমূল প্রার্থীর এমন আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভের আগুন জ্বলছে ওই এলাকার আদিবাসী মানুষজনেদের মধ্যে। তারা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান,‘পাঁচ বছরে এলাকায় সার্বিক উন্নয়নটুকু হয়নি আমাদের। আদিবাসীদের মাঝি থান নির্মাণ থেকে শুরু করে ম্যারেজ হল করে দেওয়ার জন্য দাবি রেখেছিলাম বিধায়কের কাছে কিন্তু কোন কাজই হয়নি, তার পাশাপাশি কারোর বাড়িতে এখনো পর্যন্ত শৌচাগার হয়নি বলেও দাবি করেন আদিবাসী মহিলারা।’ তাঁরা আরও জানান, ‘গতবারের মতো এবারও বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসে আমাদেরকে শুধু বলছে ভোট দিন, ভোট দিন।’ আদিবাসী মহিলাদের আরও দাবি, ‘এই বৈরাগী বাগান এলাকায় প্রায় ২৩টি আদিবাসী পরিবার বসবাস করে। তারপরও আমাদের এই আদিবাসী এলাকার সার্বিক উন্নয়নে ব্যর্থ তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক তথা

বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী হরে রাম সিং। আমাদের আশা ছিল এবারে ২৬-এর নির্বাচনের আগে তিনি নির্বাচনী প্রচারে এলে আমরা ওনাকে আমাদের দাবি দাওয়ার কথা তুলে ধরব। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র দায়সারা ভাবেই নির্বাচনী প্রচার সেরে চলে গেলেন। আমাদের কোন কথাই তিনি শুনলেন না।’ তবে এমন ঘটনায় তৃণমূল প্রার্থী হরে রাম সিং-এর মুখ থেকে কোনরকম সদুত্তর উঠে আসেনি। শুধুমাত্র তিনি জানান, মানুষ প্রস্তুত তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার জন্য। কার্যত জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে এই ঘটনায় প্রশ্ন একটাই নির্বাচনী প্রচারে সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে কি আগামী দিনে পূরণ হবে?

দেশে প্রথম নিষ্কৃতিমৃত্যুর কাজ সম্পন্ন
চিরঘুমে হরিশ রানা

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: দিল্লির এইমসে মঙ্গলবার মৃত্যু হল হরীশ রানার। গত ১৩ বছর ধরে কোমায় ছিলেন তিনি। তাঁর 'পরোক্ষ' নিষ্কৃতিমৃত্যুর অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, দেশে প্রথম বার। তার পরেই গাজিয়াবাদের বাড়ি থেকে তাঁকে দিল্লির এইমসের বিআর আম্বেদকর ইনস্টিটিউট রোটারি ক্যানসার হাসপাতালের উপশমকারী বিভাগে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানে ৩১ বছরের যুবককে বাঁচিয়ে রাখার কৃত্রিম ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়।

বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শীর্ষ আদালত হরীশের বাবা-মায়ের আবেদনে সম্মতি দেয়। গত ১১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট হরিশের বাবা-মায়ের আবেদন মেনে নিয়েছিল। তাঁর 'পরোক্ষ' নিষ্কৃতিমৃত্যুতে সায় দিয়েছিল। তার পরে ১৪ মার্চ তাঁকে বাড়ি থেকে এমসের হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত ১৩ বছর ধরে কৃত্রিম ভাবে তাঁর পুষ্টির ব্যবস্থা করতেন চিকিৎসকেরা। সময়ে সময়ে কৃত্রিম অক্সিজেনও দেওয়া হত। হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরে হরীশকে ধীরে ধীরে কৃত্রিম ভাবে পুষ্টি জোগানো বন্ধ করা হয়। তাঁর জীবনদায়ী ব্যবস্থা সরানো হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গোটা প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য একটি দল গঠন করা হয়েছিল এইমসে। তার শীর্ষে ছিলেন হাসপাতালের অ্যানাসথেশিয়া এবং উপশমকারী বিভাগের প্রধান সীমা মিশ্র। দলে ছিলেন নিউরোসার্জারি, ক্যানসার সংক্রান্ত অ্যানাসথেশিয়া, উপশমকারী মেডিসিন, মনস্তত্ত্ব বিভাগের চিকিৎসকেরা।

আইনসভায় মহিলা সংরক্ষণ আইন লাগুর পথে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: ২০২৩ সালে সংসদে পাশ হওয়া নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম তথা মহিলা সংরক্ষণ আইন কার্যকর করার পথে এবার দ্রুত এগোতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, আসন পুনর্বিন্যাসের আগে সংরক্ষণ চালু করতে আইনটির সংশোধনী বিল চলতি সপ্তাহেই সংসদে আনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারপক্ষের। বর্তমান আইনে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা, উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াটি এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় আইনটি এখনও পর্যন্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

সরকারি সূত্রে খবর, এবার সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুত কার্যকর করতে নতুন জনগণনার অপেক্ষা না করে ২০১১ সালের জনগণনাকেই সীমা পুনর্নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে, রাজ্যের শাসকদল এ নিয়ে বিজেপির সঙ্গে কোনও আলোচনায় যেতে রাজি নয়। কারণ তৃণমূলের মতে, তারা অনেক আগেই এই কাজ সেরে ফেলেছে। এবং এই বিল আদতে তাদেরই বিল বলেও দাবি করেছে তৃণমূল শিবির। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে।

যেহেতু এটি একটি সংবিধান সংশোধনী তাই তা পাশ করিয়ে কার্যকর করতে উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন প্রয়োজন রয়েছে। ফলে বিরোধী দলগুলির সমর্থন ছাড়া তা সম্ভব নয়। আর তা নিশ্চিত করতেই মাঠে নেমেছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার তিনি নিজে একাধিক বিরোধী নেতার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সরকারপক্ষের তরফে এ নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানোর জন্য বিরোধী শিবিরের সঙ্গেও আলোচনা শুরু করেছেন সংসদ বিষয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও।

কলম্বিয়ায় বায়ুসেনার বিমান ভেঙে মৃত অন্তত ৬৬ জন

বোগোটা, ২৪ মার্চ: রানওয়ে ছেড়ে মাত্র দেড় কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার পরেই কলম্বিয়ায় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার একটি বিমান। সোমবারের (স্থানীয় সময় অনুসারে) এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিমানটিতে ছিলেন মোট ১২৫ জন। তাই হতাহতের সংখ্যা বিমানে ছিলেন ১১৪ জন যাত্রী এবং ১১ জন বিমানকর্মী। বিমানটির প্রস্তুতকারক সংস্থা 'লকহিড মার্টিন' এই ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছে এবং তদন্তে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত যে, কারও হামলায় বিমানটি ভেঙে পড়েনি। আবার এখনও পর্যন্ত যান্ত্রিক গোলযোগের কথাও স্বীকার করেনি কলম্বিয়া প্রশাসন। বিমানটি যাঁরা চালাচ্ছিলেন, তাঁরা যথেষ্ট দক্ষ বলে জানা গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, বিমানটি ভেঙে পড়ার পরেই আগুন ধরে যাচ্ছে তাতে। আগুন নেভানোর পর উদ্ধারকাজ শুরু হয়। কলম্বিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজ জানিয়েছেন, বায়ুসেনার ওই বিমান হারকিউলিস সি-১৩০ পেরু সীমান্ত লাগোয়া পুয়ের্তো লেগুইজামো থেকে উড়েছিল। বিমানটি ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। বায়ুসেনার বিমানটিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই কলম্বিয়ার সেনা। তাঁদের এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বিমানে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও ছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধকে অতিমারির সঙ্গে তুলনা
সংসদের বাইরে মোদীকে কটাক্ষ রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে করোনা প্রসঙ্গ টানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তাতেই আপত্তি জানালেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মোদীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'অতিমারি ভয়াবহতা প্রধানমন্ত্রী ভুলে গিয়েছেন।'

মঙ্গলবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য অত্যন্ত অসংবেদনশীল। করোনার সময় কী ঘটেছিল, কতজন মানুষ মারা গিয়েছিলেন এবং কী ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলি তিনি ভুলে গিয়েছেন।' রাহুলের দাবি, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ভারত কৌশলগত অবস্থান হারিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো বাইরে থেকে প্রভাবিত হচ্ছে। মোদী ভারতের স্বার্থে কাজ করার পরিবর্তে আমেরিকা এবং ইজরায়েল যা বলছে সেই অনুযায়ী কাজ করছে।

ফ্রান্সের পুরসভা নির্বাচনে বিরাট জয় বামেদের

মস্কো, ২৪ মার্চ: ফ্রান্সের পুরসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়জয়কার। দক্ষিণপন্থীদের ছুড়ে ফেলে প্যারিসের ফের বিজয়ধ্বজা ওড়াল বামেরা। রাজধানী প্যারিসের মেয়র নির্বাচনে শাসকদলকে হারিয়ে বিরাট ভোটে জয়ী হয়েছেন সোশ্যালিস্ট পার্টির এমানুয়েল গ্রেগোয়ার। ৫১ থেকে ৫৩ শতাংশ ভোটে তিনি পরাজিত করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিদা দাতিকে। দেশটির বেশিরভাগ শহরেই দেখা গিয়েছে বামপন্থীদের জয়জয়কার।

ডানপন্থীদের হারাতে ফ্রান্সের পুরসভা নির্বাচনে এবার জোটবদ্ধ হয়েছিল বামপন্থী দলগুলি। নির্বাচনের পর বুথফেরত সমীক্ষাতে জয়ের আভাস ছিল বামেদের দিকেই। ফলপ্রকাশে সেই ধারা অব্যাহত থাকে। দেখা যায়, সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা গ্রেগোয়ার প্যারিসে ৫১-৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন। ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মার্সেইতেও জয়ের পথে বামেরা। সোশ্যালিস্ট মেয়র বেনেই পায়ান

ময়দান

শহরের পাঁচতারা হোটেলে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্রিকেটারেরা। এই মরশুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ অধিনায়ক হিসেবে রিঙ্কু সিং -এর নাম ঘোষণা করলেন দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর।

অভিষেক ডালমিয়ার স্বপ্নের উদ্যোগে ছোটদের বড় মঞ্চ
এনসিসি বেবি লিগ ফাইনালে মুখোমুখি পল্লীশ্রী ও পাটুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটমঞ্চে এক নতুন আশার আলো হয়ে উঠেছে 'এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৬'। এই প্রতিযোগিতার মূল প্রেরণা অভিষেক ডালমিয়া, যিনি নিরলস পরিশ্রমে অনূর্ধ্ব ১০-এর ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি করেছেন এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম। তাঁর এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই ছোট থেকে বড়-সব বয়সের ক্রিকেটপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে।মঙ্গলবার সেমিফাইনালের খেলায় উপস্থিত ছিলেন অভিষেক ডালমিয়া ও তাঁর স্ত্রী শালিনী ডালমিয়া। মাঠে খুদে ক্রিকেটারদের প্রাণবন্ত পারফরম্যান্স দেখে দু'জনেই মুগ্ধ হয়ে পড়েন। অভিষেক জানান, ছোটদের এই উদ্যম ও ভালোবাসা দেখে তাঁর নিজেরও আবার মাঠে নামতে ইচ্ছে করছে-যা যেন ফিরিয়ে আনে পুরনো দিনের স্মৃতি।

প্রথম সেমিফাইনালে পল্লীশ্রী ৫৮ রানে পরাজিত করে বিক্রম ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। নির্ধারিত ১০ ওভারে ১১৬-৩ রান তোলে পল্লীশ্রী। দলের হয়ে শৌভিক ঘোষের ২৬ বলে ৬৩ রানের ঝড়ো ইনিংস তাকে ম্যাচের সেরা পুরস্কার এনে দেয়। জবাবে বিক্রম অ্যাকাডেমি ৫৮/৯-এ থেমে যায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে একতরফা জয় পায় পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। জগাছা থানার করা ৫৯/৪ রান সহজেই তাড়া করে তারা, হাতে থাকে পাঁচ বল। অভ্রজিৎ বিশ্বাসের ৩০ বলে ৪৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস তাকে আবারও ম্যাচের সেরা করে তোলে;পরপর চার ম্যাচে এই সাফল্য তার ঝুলিতে।

এই টুর্নামেন্টকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। মাঠে উপস্থিত ছিলেন বৈশালী ডালমিয়া, শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সিএবির অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক ছোটদের এই প্রতিভা দেখে আশাবাদী।তাঁর মতে, এই প্রজন্মই একদিন বাংলার ক্রিকেটের মুখ উজ্জ্বল করবে।২৫ মার্চ মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির মাঠে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে পল্লীশ্রী ও পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। অভিষেক ডালমিয়ার উদ্যোগ ও শালিনী ডালমিয়ার অনুপ্রেরণায় এই বেবি লিগ শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং ভবিষ্যতের ক্রিকেট তারকা তৈরির এক শক্ত ভিত।

শর্ট বলের বিরুদ্ধে কেকেআর শিবিরে চলছে বিশেষ প্রস্তুতি, আশার আলো রিঙ্কু সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল শুরুর আগে প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর সেই প্রস্তুতির অন্যতম বড় ছবি হয়ে উঠেছেন রিঙ্কু সিং। গত কয়েক দিন ধরে কেকেআরের প্র্যাকটিসে একটি বিষয় চোখে পড়ছে-সবচেয়ে আগে মাঠে হাজির হচ্ছেন তিনিই। দল এখনও পুরোপুরি নামার আগেই নিজের কাজ শুরু করে দিচ্ছেন রিঙ্কু। নেট বোলারদের নিয়ে একাই দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাটিং অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন, যেন নিজেকে আরও ধারালো করে তোলার লড়াইয়ে নেমেছেন। সোমবার ইনট্রা-স্কোয়াড ম্যাচ থাকলেও তাঁর রুটিনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। একইভাবে সবার আগে এসে নেটে ঢুকে পড়েন। তবে এদিন অনুশীলনে ছিল বিশেষ এক পরিকল্পনা। শর্ট বল সামলানোর জন্য আলাদা করে মহড়া দিতে দেখা গেল তাঁকে। উইকেটের সামনে একটি পাথরের স্ল্যাব রেখে বোলারদের নির্দেশ দেওয়া হয় ধারাবাহিকভাবে শর্ট বল করতে।

This advertisement is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India.
*This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 24, 2026 (the "Letter of Offer" filed with stock exchange namely BSE Limited (**"BSE"**) (the **"Stock Exchange"**).*

NEXOME CAPITAL MARKETS LIMITED
(FORMERLY SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED)

Our Company was originally incorporated as "Neena Advertisers Limited", a public limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated May 24, 1983 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of our Company was changed to "Stewart & Mackertich Investment and Financial Services Limited" vide fresh Certificate of Incorporation dated May 15, 1990 issued by Assistant Registrar of Companies, West Bengal. Thereafter, the name of our Company was changed to SMIFS Capital Markets Limited vide fresh Certificate of Incorporation dated November 01, 1993 issued by Assistant Registrar of Companies, West Bengal. The name of our Company was further changed to Nexome Capital Markets Limited and a fresh Certificate of Incorporation dated April 17, 2025 was issued by Assistant Registrar of Companies, West Bengal. For details see ***'General Information'*** on page 46 of the Letter of Offer.

Registered Office: Vaibhav, 4F, 4, Lee Road, Kolkata – 700020;
Telephone: (+91) 033 2290-7400/ 7401/7402; **E-mail:** ncml@nexomegroup.com; **Website:** www.nexomecap.com;
Corporate Identity Number: L74300WB1983PLC036342,
Contact Person: Mrs. Sanjana Gupta, Company Secretary cum Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY:
MR. UTSAV PAREKH, MR. SAHARSH PAREKH, MR. SAMARTH PAREKH, PROGRESSIVE STAR FINANCE PRIVATE LIMITED, STEWART INVESTMENT AND FINANCE PRIVATE LIMITED.

ISSUE OF UP TO 29,38,500 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 75 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 65 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 22,03,87,500 * ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON, THURSDAY, MARCH 05, 2026 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 88 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Nexome Capital Markets Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Friday, March 13, 2026, and closed on Monday, March 23, 2026. Out of the total 143 Applications for 2963653 Rights Equity Shares, 56 Applications for 1985 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer dated February 24, 2026.
The total number of valid Applications received were 87 for 2961668 Rights Equity Shares, which was 2938500 of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of allotment was finalized on March 24, 2026 by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Maheshwari Datamatics Pvt Ltd, Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee of the Board of directors at their Meeting held on March 24, 2026 passed a resolution and allotted 2938500 fully paid up Rights Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications after technical rejections have been considered for allotment, in the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

1. Basis of Allotment is given below:

Category	No. of valid CAFs (Including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Eligible Equity Shareholders	80	1723272	1053797	2777069
Renouncees*	7	184252	347	184599
Total	87	1907524	1054144	2961668

2. Information regarding Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value Rs.	%	Number	Value Rs.	%
Eligible Equity Shareholders	136	95.10	2779054	208429050	93.77	2754248	206568600	93.73
Renouncees*	7	4.90	184599	13844925	6.23	184252	13818900	6.27
Total	143	100.00	2963653	222273975	100.00	2938500	220387500	100.00

**The Investors (identified based on DPID & Client Id) whose names do not appear in the list of Eligible Equity as Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered the Renouncees.*

Intimation for Allotment/refund/rejections: The instruction for unblocking of funds in case of ASBA Applications were given on March 24, 2026. The listing applications were filed with, the BSE on March 24, 2026. The dispatch of allotment advice cum unblocking intimation to the investors, as applicable, will be done after executing the corporate action for credit of equity shares into the respective demat accounts of the successful allottees on or about March 25, 2026, subject to grant of Listing Approval by BSE. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted In the issue is expected to commence trading on BSE with effect from March 27, 2026. The Rights Equity Shares will be traded under the same ISIN as equity shares (i.e. INE641A01013)

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that submission of Letter of Offer to BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text "Disclaimer clause of BSE" beginning on Page 84 of the Letter of Offer.
The investors may contact the Registrar to the issue in case of any query(ies)/grievance(s) including for credit of rights equity shares and unblocking of funds.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY CUM COMPLIANCE OFFICER
Maheshwari Datamatics Private Limited 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700001 **Tel:** (+91) 033 2248-2248; **E-mail:** compliance@mdplcorporate.com; **Investor Grievance Email:** contact@mdplcorporate.com **Website:** www.mdpl.in; **Contact Person:** Subhabrata Biswas; **SEBI Registration No.:** INR000000353	**Mrs. Sanjana Gupta** Company Secretary Cum Compliance Officer **Company Name :** Nexome Capital Markets Limited (Formerly SMIFS Capital Markets Limited) **Registered Office :** Vaibhav, 4F, 4, Lee Road, Kolkata – 700020 **E-mail:** sg@nexomegroup.com **Corporate Identity Number:** L74300WB1983PLC036342

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Nexome Capital Markets Limited
(Formerly SMIFS Capital Markets Limited)
Sd/-
(Sanjana Gupta)
Company Secretary-cum-Compliance Officer

Date: 25-03-2026
Place: Kolkata

Nexome Capital Markets Limited is proposing, subject to market conditions and other considerations, a rights issue of its Equity Shares and has in this regard filed a Letter of Offer dated February 24, 2026 with Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of the Company at www.nexomecap.com and on the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Letter of Offer.

The Rights Entitlement and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act or any state securities laws in the United States, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the US Securities Act. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares are being offered and sold in 'offshore transactions' outside the United States in compliance with Regulation S under the US Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdiction. There will be no public offering in the United States.

নজর কাড়া কেন্দ্র

কাঁটায়-কাঁটায় টক্কর নওশাদ-শওকতের

ভাঙড়

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
নওশাদ সিদ্দিকী	আইএসএফ	১,০৯,২৩৭	৪৫.০১ %
রেজাউল করিম	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৩,০৮৬	৩৪.৩১ %
সৌমি হাতি	বিজেপি	৩৮,৭২৬	১৫.৯৯ %
মির্জা হাসান	সিপিআইএমএল	৪,৯৩০	০২.০৯ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	৩,২৪৩	০১.৩৪ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেষ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
ভাঙড়	২,৭১,৮৫৯	২,৭০,৯৬৩	২,৭১,২২৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

শুভাশিস বিশ্বাস

লড়াই জমে গেল ভাঙড়ে। প্রথম দফায় ২৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে আইএসএফ। ফুরফুরা শরিফে রাজ্য কমিটির অফিস থেকে এই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পরই জানা যায় ভাঙড় থেকে প্রার্থী হচ্ছেন নওশাদ সিদ্দিকী। এদিকে নির্বাচন ঘোষণার দু'দিন পরই মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করা হলে নজরে আসে ভাঙড়ে প্রার্থী করা হয়েছে শওকত মোল্লাকে। আর এই ভাঙড় বিধানসভা বঙ্গে রাজনৈতিক দিক থেকে চর্চায় থাকা কেন্দ্রগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার ভোটে লড়েই এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভাঙড়ের রাজনীতিতে আসে বড় ট্যুইস্ট। ভাঙড়ের বিতর্কিত তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানান।সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি যে দলের প্রতি দীর্ঘদিনের অবদান সত্ত্বেও যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পাশাপাশি নিজের ক্ষোভ আর হতাশা উগরে দিয়ে জানান, 'তৃণমূল আরাবুল ইসলামকে চিনতে পারল না। আমি পাঁচ বার কেস খেয়েছি, তিন বার সাসপেন্ড হয়েছি। কীভাবে দল করেছি, সেটা কেউ বুঝল না। তাই মনের দুঃখে তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।' এখানেই শেষ নয়, পাশাপাশি এও জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে জানান, 'সিঙ্গুরে রোজ ২,৩ গাড়ি করে লোক নিয়ে যেতাম। নন্দীগ্রামে প্রায় ২১ বার গিয়েছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দু'বার গুলি চলেছিল তাঁর গাড়ির উপর। সব কিছু সামাল দিয়ে দলটা করেছি।' ফলে নির্বাচনের আগে তাঁর দলত্যাগ রাজনৈতিক মহলে নিশ্চিত ভাবে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত।

নওশাদের বিরুদ্ধে ভাঙড়ে লড়ার জন্য জোড়াফুল শিবির থেকে বাছাই করা হয়েছে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের দু'বারের বিধায়ক সেই শওকত মোল্লাকে, যার সঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকি বা আরাবুলের সম্পর্ক সাপে-নেউলের থেকে কম কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দীর্ঘদিন ধরেই ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা-র সঙ্গে আরাবুল ইসলামের দ্বন্দ্ব নিয়ে দলের অন্দরে চাপানউতোর চলছিল। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে একাধিকবার তাঁকে সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় কর্মসূচি থেকেও তাঁকে দূরে থাকতে দেখা যায়। আর শওকত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের দাপুটে নেতা হিসেবেই পরিচিত। ক্যানিং পূর্বের সঙ্গে তৃণমূলের 'টাফ সিট' ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁরই হাতে। অথচ, তাঁকেই এবার ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করায় দলের অন্দরে শুরু হয়েছে তোলপাড়। প্রতিবাদে ক্যানিংয়ের রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁর সমর্থকরা। কিন্তু দীর্ঘদিন দলের সুনজরে থাকার পরেও তাঁকে হঠাৎ 'সেফ সিট' থেকে সরিয়ে ভাঙড়ের মতো 'টাফ সিটে' কেন পাঠানো হলো তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনাও।

তবে এ ব্যাপারে তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, আইএসএফের কব্জা থেকে ভাঙড়কে পুনরুদ্ধার করাই এখন দলের প্রধান লক্ষ্য। তার জন্যই দলের দক্ষ সংগঠক শওকত মোল্লাকে ভাঙড় কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে একমাত্র ভাঙড়ই এখনও বিরোধীদের দখলে। কিছুদিন আগে বারুইপুরের সভা থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, এই জেলায় ৩১-এ ৩১ করতে হবে। সেই লক্ষ্যপূরণেই না কি ভাঙড়কে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে দল। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৃণমূলের সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে এর আগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়ে তৃণমূলকে হারিয়ে জয়ী হন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। কিন্তু ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে শওকতের নেতৃত্বে ভাঙড়ের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির দখল নেয় তৃণমূল। এমনকী ২০২৪,এর লোকসভা ভোটে যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ ভাঙড় বিধানসভা এলাকা থেকেই সবচেয়ে বেশি লিড পেয়েছিলেন। তাতে দলে শওকতের কদর অনেকটাই বেড়ে যায়। বলা ভালো তাঁরই পরামর্শে, আরাবুল ইসলাম ও কাইজার আহমেদকে দল থেকে কার্যত ছেঁটে ফেলা হয়। এতো কিছুর পরেও শওকতকে ভাঙড়ে কঠিন লড়াইয়ের মুখে ফেলে দেওয়ায় তৃণমূলের নেতারাও অবাক হচ্ছেন। এর পিছনে আরও একাধিক ব্যাখ্যা কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে।

ভাঙড়ের এক তৃণমূল নেতার কথায়, 'শওকত দলের রাজ্য নেতৃত্বকে বরাবর এটাই বলে এসেছেন যে, তিনি একাই ভাঙড়কে পুনরুদ্ধার করে দেবেন। গত লোকসভা ভোটে ভাঙড়ে তৃণমূলের নজরকাড়া ফলাফলের পিছনেও সমস্ত কৃতিত্ব দাবি করে থাকেন তিনি। সেই দাবির পিছনে কতটা যুক্তি রয়েছে, ভাঙড়ে জিতে তারই প্রমাণ এবার দিতে হবে শওকতকে। সব মিলিয়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন শওকতের কাছে এটা অগ্নিপরীক্ষার শামিল।'

এদিকে ক্যানিং পূর্ব থেকে শওকতকে সারানোর পিছনে ফুরফুরা শরিফের অদৃশ্য হাত রয়েছে বলেও মনে করছেন দলের একাংশ। তাঁদের ধারণা, শওকতকে যাতে ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী না করা হয়, তার জন্য অনেক দিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন ত্বহা সিদ্দিকির মতো ফুরফুরা শরিফের পীরজাদারা। পীরজাদাদের মতামতকে সম্মান জানিয়েই শওকতকে ক্যানিং পূর্ব থেকে সরিয়ে আসলে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

এদিকে শওকত অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁর দাবি, 'ভাঙড় থেকে আইএসএফকে উৎখাত করার যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, তা পূরণ করার সুযোগ করে দেওয়ায় দলীয় নেতৃত্বের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি নিশ্চিত, ভাঙড় থেকে তৃণমূল বিপুল ভোটে জিতবে।' তবে কাইজার আহমেদ শওকতকে বিদ্ধ করে জানান, 'উনি কত বড় হনু এ বার বোঝা যাবে। ভাঙড় জিতে দেখাক। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, গো হারা হারবে।' আরাবুলের বক্তব্য, 'ভাঙড়ে আইএসএফ শেষ হয়ে গিয়েছে, তৃণমূলের জমি তৈরি করে দিয়েছি, এরকম অনেক ডায়লগ মেরেছেন শওকত সাহেব। এ বার বোঝা যাবে, মুখের বুলি আর কাজের পার্থক্য কতটা।' তবে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেকের সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে শওকত বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই জানান, 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। ভাঙড় জিতবই।'

শওকত বলেন, তআমরা সারাবছর মানুষের সঙ্গে থাকি। পাঁচ বছরে কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি নওশাদের দল আইএসএফ।দ পাশাপাশি আরাবুল ইসলামের দলত্যাগকেও কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলেও জানান শওকত। ক্যানিং পূর্বের বিদায়ী বিধাক বলেন, 'আরাবুল নেই, কাইজার নেই। এদের গুরুত্ব দিচ্ছি না। এদের বাদ দিয়ে ২০২৪-এ জিতেছি। আরাবুল কাইজারের সঙ্গে কর্মী নেই।' আর আরও এক পা এগিয়ে নওশাদকে তো 'নটোরিয়াস ক্রিমিনাল' বলে আক্রমণ করে বসেন শওকত মোল্লা। বলেন, 'ও আমাদের দলের চারটে ছেলেকে খুন করিয়েছে। নওশাদ ধর্ষণে অভিযুক্ত। কেস চলছে। নওশাদকে হারাবো। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।'

আর এই তরজাকে ঘিরেই ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবারের নির্বাচনী প্রচার কার্যত রূপ নেয় শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শওকত মোল্লা-র সমর্থনে জাগুলগাছি এলাকায় আয়োজিত বিশাল পথসভা ও মহা মিছিল ঘিরে তৈরি হয় জনসমুদ্রের আবহ। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী বাহারুল ইসলাম। মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র সুরে আক্রমণ শানান সায়নী ঘোষ স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানান, 'তৃণমূল কংগ্রেস কোনও মৌসুমি দল নয়, আমরা ৩৬৫ দিন মানুষের পাশে থাকি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে এই ধারাই আমাদের শক্তি।তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে শওকত মোল্লা-র নেতৃত্বে ভাঙড়ে উন্নয়নের যে কাজ হয়েছে, তা মানুষ নিজের চোখে দেখেছে।' আইএসএফ-কে কার্যত গুরুত্বহীন বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ভাঙড়ে আইএসএফ কোনও ফ্যাক্টরই নয়। লোকসভা নির্বাচনে আমাকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ ভোটের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে।

তবে যে ভাঙড়কে নিয়ে প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বঙ্গ রাজনীতি সেটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের জাগুলগাছি, নারায়ণপুর ও প্রাঙ্গণজ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। এটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের একটি। স্থানীয়ভাবে ভাঙড়কে 'ভাঙ্গাওরে' নামেও ডাকা হয়।

ভৌগোলিকভাবে ভাঙড় নিম্ন গঙ্গা বদ্বীপ অঞ্চলের অংশ। এখানকার ভূখণ্ড সমতল এবং এটি অসংখ্য নদী, খাঁড়ি ও খালে পরিপূর্ণ। এখানকার উল্লেখযোগ্য নদী হলো বিদ্যাধরী, যা হুগলি নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখানদী। এর সাথে রয়েছে আরও ছোট ছোট স্রোতধারা যা স্থানীয় চাষাবাদ ও বসতি স্থাপনে সহায়তা করে। বিদ্যাধরী নদী এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা নদী, যা স্থানীয় কৃষিকাজে সহায়ক। উর্বর পলিমাটির জমিতে ধান, পাট, শাকসবজি ও ফুল চাষ হয়। পাশাপাশি মাছচাষও একটি বড় জীবিকা।

তবে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা।পরিকাঠামোর দিক থেকে ভাঙড় কলকাতার বিস্তৃত উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি গ্রামীণ-নগর সংযোগ অঞ্চল। সড়কপথে কলকাতা, বারাসত, ক্যানিং ও ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। যদিও ভাঙড়ে সরাসরি উপনগরীয় রেল নেই, তবে নিকটবর্তী বারুইপুর ও সোনারপুর স্টেশন থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেন পাওয়া যায়। ভাঙড় কলকাতা থেকে প্রায় ৩৫ কিমি এবং আলিপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সদর) থেকে প্রায় ৩৮ কিমি দূরে। নিকটবর্তী শহরগুলির মধ্যে রয়েছে বারুইপুর (১৮ কিমি), সোনারপুর (২৩ কিমি) ও ক্যানিং (২৮ কিমি)। এটি উত্তর ২৪ পরগনার সীমানার কাছাকাছি অবস্থিত এবং বাংলাদেশ সীমান্ত খুব দূরে নয়, যদিও সরাসরি সীমান্ত পারাপার পথ নেই।

ভাঙড়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এই নির্বাচনী এলাকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫১ সালে এবং এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিটিতেই অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে, যখন এটি একটি যৌথ আসন ছিল, তখন কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উভয়ই জয়লাভ করেছিল। কয়েক দশক ধরে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয় এবং ভাঙর আসনে আটবার জয়ী হয়, যার মধ্যে ১৯৭২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত একটানা জয়ও অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস এই আসনে তিনবার জয়লাভ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দুবার জিতেছে, অন্যদিকে স্বতন্ত্র দল বাংলা কংগ্রেস এবং ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট প্রত্যেকে একবার করে জয়লাভ করেছে। এরপর ২০০৬ সালে একটি পরিবর্তন আসে যখন তৃণমূল কংগ্রেস ২,৯৯০ ভোটের স্বল্প ব্যবধানে জয়লাভ করে সিপিআই(এম)-এর জয়ের ধারা থামিয়ে দেয়। ২০১১ সালে সিপিআই(এম) তৃণমূলের চেয়ে ৫,১০৬ ভোটের ব্যবধানে আসনটি পুনরুদ্ধার করে। ২০১৬ সালেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত ছিল, যখন তৃণমূল সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধে ১৮,১২৪ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে ভাঙ্গার আসনটি পুনরায় দখ ল করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে বড় ব্যবধানটি ছিল ২০২১ সালে, যখন বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট সমর্থিত ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের নওশাদ সিদ্দিকী তৃণমূলের রেজাউল করিমকে ২৬,১৫১ ভোটে পরাজিত করেন। বিধানসভা নির্বাচনে এই উত্থান-পতন সত্ত্বেও, তৃণমূল কংগ্রেস সংসদীয় নির্বাচনে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে এগিয়ে থেকেছে। ২০১৯ সালে জয়ের ব্যবধান সর্বোচ্চ ১,১১,৯৬৫ ভোটে পৌঁছানোর পর ২০২৪ সালে তা কমে ৪১, ৪৮২ ভোটে দাঁড়ায় এবং ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট দ্বিতীয় স্থানে আসে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভাঙড়ের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। তথ্য বলছে, ২০১৯ সালের ২,৫১,৯৫৬ থেকে বেড়ে ২০২১ সালে ২,৭১,৯৮৭ হয়েছে। এখানকার জনতাত্ত্বিক চিত্রটি সুস্পষ্ট, যেখানে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ৬৫.৯ শতাংশ। তফসিলি জাতিভুক্তদের সংখ্যা ১৮.৫৭ শতাংশ। এই নির্বাচনী এলাকাটি মূলত গ্রামীণ, যেখ ানে শহরাঞ্চলে মাত্র ৬.০৩ শতাংশ ভোটার রয়েছেন। ভোটার উপস্থিতি উচ্চই থেকেছে, যা ২০২১ সালে ছিল ৮৯.০৭ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৮৫.৬০ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ৮৮.০২ শতাংশ। প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও এই সম্প্রদায়ের গঠন প্রতিফলিত হয়, প্রথম দু'টি নির্বাচন বাদে, গত ছয় দশকেরও বেশি সময়ে কোনও অমুসলিম প্রার্থী এখানে জয়ী হননি। তবে আপাতত যা রাজনৈতিক ছবি ভাঙড়ের তাতে ২০২৬ সালের নির্বাচনে ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও আইএসএফের মধ্যে সরাসরি লড়াইয়ের সম্ভাবনা। কারণ, মুসলিম-প্রধান জনসংখ্যার কারণে বিজেপির প্রসার এখানে সীমিত। ২০২১ সালে তাদের সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল ১৬ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা। বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট কৌশলগতভাবে লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আইএসএফ-কে সমর্থন দিয়েছে। ফলে ২০২৬ সালের নির্বাচন হবে মূলত তৃণমূল বনাম আইএসএফের লড়াই। আর এই লড়াইয়ে জয় হবে ভাঙড়ে যার যেখানে স্থানীয় সমীকরণ ও সংগঠন শক্তিশালী তাদেরই।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি

ভাঙড় কেন্দ্রে প্রচারে আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি।

প্রচারে আসানসোল উত্তরের সিপিআই প্রার্থী অখিলেশ কুমার সিং।

প্রচারে কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী রাজেন্দ্র গুপ্তা।

প্রচার সারছেন যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখার্জি।

প্রচারে বেরিয়ে শুরুতে শিবের মাথায় জল ঢালছেন মানবাজার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডু।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**